বিশেষ সংখ্যা

আনন্দমুখর পরিবেশে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২১ ❖ ১২ - ১৮ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

মায়ের ঐশধামে যাত্রা

"আমি পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস করে সে মরলেও জীবিত থাকবে।" (যোহন ১১:২৫)

প্রয়াত ইউফ্রেজী মঞ্জু গমেজ
জন্ম: ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৭ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
রাহুৎহাটির বাইস্তার বাড়ি
হাসনাবাদ ধর্মপল্লী

গত ৮ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রাত ১টার সময় পৃথিবীর মোহ-মায়া ত্যাগ করে ভাই বোন, ছেলে- মেয়ে, মেয়ের জামাই, ছেলের বৌ, নাতিনাতনীদের রেখে পড়পাড়ে চলে গেছে। আমাদের মা এখন শুধুই স্মৃতির পাতায় রয়েছে।

দেখতে দেখতে অনেকদিন পার হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে স্বর্গীয় পিতার কাছে। তোমার চিন্তাশীল দরদীমন আর সবার জন্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করা, সবার খোঁজখবর রাখা, সবার জন্য প্রার্থনা করা আর তোমার আদরমাখা ডাক খুবই অনুভব করি। বাড়ির প্রতিটি আসবাবপত্র, ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র সবই একই রকম আছে, শুধু তুমি নেই। সব কিছুর মধ্যে তোমার ছোঁয়া ও স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

মা, তোমার ভালোবাসা, আদর্শ, কঠোর পরিশ্রম সকলই আজ আমাদের জীবনকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করার জন্যে অনুপ্রেরণা যোগায়।

হে স্বর্গীয় পিতা, তুমি আমাদের মাকে দিয়েছিলে উপহার হিসেবে এবং তোমার পরিকল্পনা অনুসারে তাকে আবার এই সংসার থেকে নিয়ে গেলে। আমাদের মার সৎ, সুন্দর ও আদর্শ জীবনের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। এই জগত সংসারের দুর্বলতাবশত মা যদি কোন ভুল-ত্রুটি করে থাকে তা ক্ষমা করে হে পিতা, তুমি আমাদের মাকে স্বর্গে অনন্ত শান্তি দান কর।

তোমারই শোকার্ত ছেলেমেয়েরা ও ভাইবোনেরা

বিজ্ঞ/১৬৪/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,
আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

-ঃ গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী ঃ-

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৩০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ২১
১২ - ১৮ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২৯ জ্যৈষ্ঠ - ৪ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বে উঠে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোক

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও এর ফলশ্রুতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীও মহানন্দে ও গৌরবের সাথে পালন করছে এর সুবর্ণজয়ন্তী। ১৯৭১-২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৫০ বছরের পথ পরিক্রমা সমাপ্ত করে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী আনুষ্ঠানিকভাবে ২৭ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করেছে সুবর্ণজয়ন্তী। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যেখানে বাংলাদেশের একমাত্র কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরিসহ সকল ধর্মপ্রদেশের বিশপগণ, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের দু'জন মাননীয় সংসদ সদস্য, বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ-ধর্মসংঘ ও বিশপীয় কমিশনের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (Catholic Bishops Conference of Bangladesh, CBCB) হলো বাংলাদেশের কাথলিকদের দিক-নির্দেশনা ও পরিচালনা দানকারী একটি প্রতিষ্ঠান যার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী ও জনগণের কল্যাণে নীতি নির্ধারণ করা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করা, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং দেশের জন্য কল্যাণকামী। সিবিসিবি এর সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবদি পর্যন্ত খুব স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে ব্যক্তির মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কাজ করে চলেছে এবং দেশের কল্যাণে নিবেদিত আছে। তাই সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনে অতীতকে দেখে ও মূল্যায়ন করে ভবিষ্যৎ পথ চলার রসদ সংগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছে সিবিসিবি।

৫০ বছরের এই পথচলায় সিবিসিবি অভিজ্ঞতা করেছে একসাথে চলার শক্তি এবং যেকোন সমস্যা মোকাবেলা করার সক্ষমতা। স্থানীয় মণ্ডলী হয়ে ওঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সবসময়ই পরিলক্ষীত হয়েছে সিবিসিবি'র নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে। বিশেষভাবে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা অন্তরে ধারণ করে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে স্থানীয়করণ, সক্রিয়তা ও গতিশীলতা আনয়নের ধারা শুরু হয় সাধু পুরুষ আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে। স্থানীয় মণ্ডলীর স্বপ্নদ্রষ্টা হলে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী, তাঁর যোগ্য সারথী হলেন আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও, বিশপ মাইকেল এ ডি'রোজারিও সিএসসি ও বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি। পরবর্তীতে স্থানীয় মণ্ডলী দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় আর্চবিশপ মাইকেলের নেতৃত্বে। বুদ্ধি-পরামর্শ ও পাশে থেকে সহায়তা করে চলেন বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, বিশপ মাইকেল এ ডি'রোজারিও সিএসসি, বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি, বিশপ ফ্রান্সিস এ গমেজ, বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, বিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি ও বিশপ পলিনুস কস্তা। বাংলাদেশ মণ্ডলীকে আরো বেশি প্রচারমুখী করার নেতৃত্ব দান করেন আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা। তাকে সর্বাত্মক সহায়তা করেন বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, বিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি, বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি, বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, বিশপ জের্ভাস রোজারিও, বিশপ সুব্রত হাওলাদার সিএসসি ও বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী। অতঃপর আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি'র নেতৃত্বে শুরু হয় ভক্তজনগণের অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী গড়া। এ কাজে তার যোগ্য সারথীগণ হলেন, বিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি, বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি, বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, বিশপ জের্ভাস রোজারিও, বিশপ সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু, বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী ও বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। আর সিনোডাল চার্চ গড়ে তোলার কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ এবং তাকে সহায়তা করে চলেছেন বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর অন্যান্য সদস্যরা।

সিবিসিবি'র পথ পরিক্রমায় অনেক অর্জনের মধ্যে অন্যতম হলো আহ্বান জীবনে প্রবেশের ধারাবাহিকতা ও মণ্ডলীর পরিচালনার নেতৃত্বে দেশীয় সন্তানদের প্রাধান্য; খ্রিস্টভক্তদের নেতৃত্বে নিয়ে আসা; যেমন- কারিতাসের মতো বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা সাধারণ খ্রিস্টভক্ত; নারী নেতৃত্ব বিকাশে অনুপ্রেরণাদাতা ও সুযোগ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান সিবিসিবি; শিক্ষার মধ্যদিয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সামনের কাতারে নিয়ে আসা; দীন-দরিদ্র, আদিবাসী ও অভিবাসীদের পক্ষাবলম্বন করে সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করা। দৃশ্যমান কিছু অর্জন হলো - চারটি ধর্মপ্রদেশ থেকে বর্তমানে ৮টি ধর্মপ্রদেশ, ১টি থেকে ২টি মহাধর্মপ্রদেশ, কার্ডিনাল প্রাপ্তি, সিবিসিবি'র প্রথম সভাপতি ঈশ্বরের সেবক অভিধায় আখ্যায়িত, পোপ সাধু ২য় জন পল ও পোপ ফ্রান্সিসের বাংলাদেশ সফর আয়োজন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশ পুনর্গঠনে সহায়তা দান করা ও তাঁর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

বিবিধ অর্জন থাকা সত্ত্বেও সিবিসিবিকে আরো জনমুখী হয়ে এগিয়ে চলতে হবে। বিশেষভাবে নারী নেতৃত্ব গঠন ও নেতৃত্বদানে তাদের সুযোগ দান, জীবনমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা, যুবদের কথা শোনা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, সমাজে বিভেদ নিরসনে উদ্যোগী হওয়া, আর্কাইভ ও তথ্যকেন্দ্র উন্নতকরণ এবং সর্বোপরি সিবিসিবি'র শুভকর্মগুলো সকলস্তরের মানুষকে জানাতে হবে। যাতে করে সিবিসিবি শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ না থেকে সকলের অন্তরের একটি বিশেষ স্থানে থাকতে পারে॥ †

তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন। - **যোহন: ১৬:১৪**

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
ছনি মজেছ ডি রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

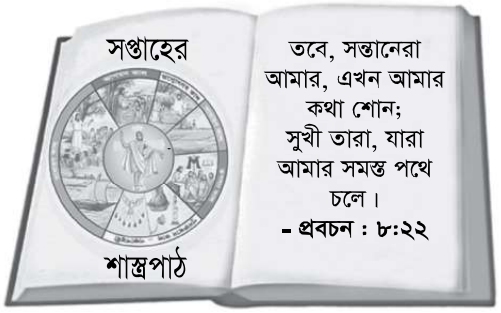

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১২ - ১৮ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

১২ রবিবার

প্রবচন ৮: ২২-৩১, সাম ৮: ৩-৮, রোমীয় ৫: ১-৫, যোহন ১৬: ১২-১৫

১৩ সোমবার

পাদুয়ার সাধু আন্তনী, যাজক ও আচার্য, *স্মরণদিবস*

১ রাজা ২১: ১-১৬, সাম ৫: ১-২, ৪-৬, মথি ৫: ৩৮-৪২

১৪ মঙ্গলবার

১ রাজা ২১: ১৭-২৯, সাম ৫১: ১-৪, ৯, ১৪, মথি ৫: ৪৩-৪৮

১৫ বুধবার

২ রাজা ২: ১, ৬-১৪, সাম ৩১: ১৯-২০, ২৩, মথি ৬: ১-৬, ১৬-১৮

বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী'র বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

১৬ বৃহস্পতিবার

সিরাখ ৪৮: ১-১৪, সাম ৯৭: ১-৭, মথি ৬: ৭-১৫

১৭ শুক্রবার

২ রাজা ১১: ১-৪, ৯-১৮, ২০, সাম ১৩২: ১১-১৪, ১৭-১৮, মথি ৬: ১৯-২৩

১৮ শনিবার

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ

২ বংশা ২৪: ১৭-২৫, সাম ৮৯: ৩-৪, ২৮-৩৩, মথি ৬: ২৪-৩৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৩ সোমবার

+ ১৯৭৫ ফাদার হেনরী বুদ্রো সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯১ মাদার এম পাস্কাল এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০০ সিস্টার পিয়া স্যাকুয়েরা এসসি (খুলনা)
+ ২০০৮ সিস্টার মার্গারেট মেরী এমসি (ঢাকা)

১৪ মঙ্গলবার

+ ১৯৮০ ফাদার ইউজেনিও পেত্রিন পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ ফাদার টমাস বারোস সিএসসি (ঢাকা)

১৫ বুধবার

+ ১৯৭৬ ফাদার লুইজি ভেরপেল্লী পিমে (দিনাজপুর)

১৬ বৃহস্পতিবার

+ ১৯৯৭ ফাদার বেনোয়া ক্রনেল সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৭ শুক্রবার

+ ১৯৯৯ ফাদার হেনরী পল সিএসসি
+ ২০০১ সিস্টার ইমেল্ডা কস্তা আরএনডিএম (ঢাকা)

১৮ শনিবার

+ ১৯৬২ ফাদার পিয়োত্রো ক্রিভেল্লী পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৬ সিস্টার সিলভিও ক্লেমেন্ট সিএসসি (চট্টগ্রাম)

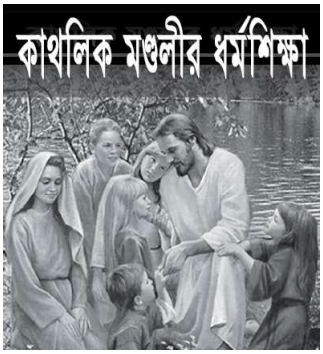

ধারা - ৩
খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

১৩৮৬: সুমহান একটি সংস্কারের সামনে ভক্তবিশ্বাসীগণ কেবল বিনীতভাবে ও প্রদীপ্ত বিশ্বাস সহকারে শতানীকের কথাগুলো অন্তরে প্রতিধ্বনিত করে বলতে পারে: "প্রভু, তুমি যে আমার গৃহে প্রবেশ করবে, আমি তার যোগ্য নই। শুধু আদেশ কর, তোমার কথাতেই আমার আত্মা নিরাময় হবে।" (Domine, non sun dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea)। সাধু যোহন খ্রীসোস্তম অনুসারে ঐশ উপাসনা-অনুষ্ঠানে ভক্তবিশ্বাসীগণ একই মনোভাবের সঙ্গে প্রার্থনা করে থাকে;

হে ঈশ্বরপুত্র, আজ তুমি আমাকে তোমার রহস্যময় নৈশভোজের মিলনপ্রসাদে আনয়ন কর। আমি তোমার শত্রুদের কাছে এর গোপনরহস্য প্রকাশ করব না, অথবা যুদাসের চুম্বনে তোমাকে চুম্বন দেব না। কিন্তু আমি অনুতপ্ত দস্যুটির ন্যায় অনুনয় করছি: "যীশু, তুমি তোমার রাজ্যে আমাকে স্মরণ কর।"

১৩৮৭: যোগ্যরূপে এই সংস্কার গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ ভক্তবিশ্বাসীরা তাদের মণ্ডলীর আদিষ্ট উপবাস পালন করবে। তাদের দৈহিক সাজ (অঙ্গ-ভঙ্গী ও পোশাক-পরিচ্ছদ) প্রকাশ করবে শ্রদ্ধা, সাড়ম্বড়তা ও আনন্দ সেই মুহূর্তের জন্য যখন খ্রীষ্ট আমাদের অতিথী হয়ে আসেন।

১৩৮৮: খ্রীষ্টপ্রসাদের আসল অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে ভক্তবিশ্বাসীরা যখন খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ করে, তখন প্রয়োজনীয় মনোভাব সাপেক্ষে খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা যেমন বলে: "খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠানে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করার উপায় হিসেবে জোর সুপারিশ করা হচ্ছে, যেন যাজকের পরে ভক্তবিশ্বাসীরাও একই বলিদান থেকে প্রভুর দেহ গ্রহণ করে।

১৩৮৯: খ্রীষ্টমণ্ডলী ভক্তবিশ্বাসীদেরকে রবিবারে ও পালনীয় পর্বদিনে ঐশ উপাসনা-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এবং পুনর্মিলন সংস্কার দ্বারা প্রস্তুত হয়ে, বছরে অন্ততঃ একবার, সম্ভব হলে পুনরুত্থানকালে, খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার গ্রহণ করতে বাধ্য করে। খ্রীষ্টমণ্ডলী ভক্তবিশ্বাসীদেরকে রবিবারে ও পর্বদিনগুলোতে, অথবা আরও ঘনঘন, এমনকি প্রতিদিন পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করতে জোরালোভাবে উৎসাহিত করে।

১৩৯০: যেহেতু খ্রীষ্ট সংস্কারীয়ভাবে উভয় আকারেই উপস্থিত, তাই শুধুমাত্র রুটির আকারে খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণে খ্রীষ্টপ্রসাদয়ি অনুগ্রহের ফল লাভ করা সম্ভব। পালকীয় কারণে এই পদ্ধতিতে খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ লাতিন উপাসনা-রীতিতে সাধারণ প্রথা হিসেবে বিধিসম্মত করা হয়েছে। তবে "মিলনপ্রসাদের চিহ্ন আরও সম্পূর্ণ হয় যখন উভয় আকারে তা বিতরণ করা হয়, কারণ ঐ ভাবে খ্রীষ্টপ্রসাদীয় ভোজ আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।" প্রাচ্যমণ্ডলীর উপাসনা-রীতিতে সাধারণতঃ এ ভাবেই মিলনপ্রসাদ গ্রহণ করা হয়।

১৩৯১: পবিত্র মিলনপ্রসাদ খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের মিলন বৃদ্ধি করে। মিলনপ্রসাদে প্রসাদ গ্রহণের প্রধান ফল হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ মিলন। প্রভু যথার্থই বলেছেন: "যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি।" খ্রীষ্ট-আশ্রিত জীবনের ভিত্তি হচ্ছে খ্রীষ্টপ্রসাদীয় মহাভোজ: "যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্যে জীবিত, সেইভাবে যে আমাকে খায় ও আমার রক্ত পান করে সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে।"

প্রভুর পর্বদিনগুলোতে, যখন ভক্তবিশ্বাসীরা পুত্রের দেহ গ্রহণ করে, তারা তখন একে অপরের কাছে এই মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করে, জীবনের প্রথম ফল দান করা হয়েছে: ঠিক যেমন স্বর্গদূত মারীয়া মাগ্দালেনকে বলেছিলেন, "খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন!" এখনও যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে তাদের উপর জীবন ও পুনরুত্থান প্রদান করা হয়।

১৩৯২: খাদ্যসামগ্রী আমাদের দৈহিক জীবনের জন্য যা উৎপাদন করে, পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ বিস্ময়করভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে তা সাধন করে। পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের দেহের সঙ্গে মিলন, যে-দেহ "পবিত্র আত্মার মাধ্যমে জীবনপ্রাপ্ত ও জীবনদায়ী", সেই মিলন দীক্ষাস্নান সংস্কারে প্রাপ্ত অনুগ্রহের জীবনকে সংরক্ষণ, পরিবর্ধন এবং নবায়ন করে। খ্রীষ্টীয় জীবনের এই বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন খ্রীষ্টপ্রসাদীয় মিলনের পুষ্টিসাধন, যা হবে মৃত্যু পর্যন্ত তীর্থযাত্রার জন্য আমাদের খাদ্য, যা একদিন দেওয়া হবে আমাদের জীবনের পাথেয় স্বরূপ॥

বিভিন্ন চিহ্নের আকারে পবিত্র আত্মার প্রকাশ

ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন

খ্রিস্টমণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার ভূমিকা মহান। পবিত্র আত্মাই হল ভালবাসা, তিনি নিজেই ব্যক্তিদান তিনি ব্যক্তি ভালবাসা। সত্যিকার ভালবাসাই দান, ভালবাসাই আত্ম-ত্যাগ করে পরকে দান করে। পবিত্র আত্মা হল ঈশ্বরের ভালবাসার দান, যিনি আমাদের সঠিক পথে চলার দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন যেন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে পারি। পবিত্র আত্মা আমাদেরকে পাপের পথ ছেড়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার শক্তি দিয়ে থাকেন। আসলে 'পবিত্র আত্মা ছাড়া ঈশ্বরকে দূরে মনে হয়, খ্রিস্টই অতীতকালের ত্রাণকর্তা, মঙ্গলসমাচার মৃত বাণী, খ্রিস্টমণ্ডলী কেবল মাত্র জাগতিক ক্ষমতা, প্রেরণ কাজ কেবলই বিজ্ঞপ্তির প্রকাশ, পূজা অর্চনা কেবল অকেজো একটি রীতি-নীতি, আর খ্রিস্টীয় নৈতিকতা কেবল পুরানো বিধি-বিধান। পক্ষান্তরে যেখানে পবিত্র আত্মা খ্রিস্টভক্তদের চেতনায় বিরাজমান, সেখানে বিশ্বজগত ঐশ রাজ্যের প্রসবের বেদনায় কাতরাচ্ছে। নতুন জন্মের লক্ষ্যে আর পুনরুত্থিত খ্রিস্ট মূর্তমান হয়ে ওঠেন। খ্রিস্টমণ্ডলীই ত্রিব্যক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, কর্তৃপক্ষ মুক্তপ্রদ সেবায় পরিণত হয়, প্রেরণ কাজই পঞ্চাশত্তমী পর্ব, উপাসনাই খ্রিস্টীয় স্মারক ও অগ্রিম মুক্তি লাভ, মানবিক ক্রিয়া ঐশ্বরিক।'[১] পবিত্র আত্মা আমাদের শক্তি, জ্ঞান ও আলো দান করে আমাদেরকে শক্তিমান করে তোলে।

আমরা জানি ও বিশ্বাস করি পবিত্র বাইবেলে পবিত্র-আত্মা একজন ব্যক্তি। তিনি হলেন পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। পিতা ঈশ্বর এবং পুত্র ঈশ্বরের সঙ্গে তিনি সমান এবং তাঁদের মত তিনি অনাদি-অনন্ত। পবিত্র আত্মা হলেন পবিত্র ত্রিত্বের একজন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের গভীর বিষয়গুলো জানেন এবং আমাদের কাছে তা প্রকাশ করেন। বাইবেলে বিভিন্ন নামে পবিত্র আত্মাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আদি পুস্তকে পবিত্র আত্মাকে 'ঈশ্বরের আত্মা' বলা হয়েছে *(আদি: ১:২)*। পুরাতন নিয়মে দেখি, যোসেফ সম্পর্কে রাজা ফারাও বলেছিলেন, "এই ব্যক্তির মতো যার অন্তরে ঈশ্বরের আত্মা অবস্থান করছেন, এমন ব্যক্তি আর কাকে পাব *(আদি: ৪১:৩৮)*। যিশু পবিত্র আত্মাকে বলেছেন 'সহায়ক' আত্মা। আমরা জানি পবিত্র আত্মাকে বলা হয় সত্যময় আত্মা যা আমাদেরকে সত্যের পথে চলতে সাহায্যকরে। আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসের প্রথম সংস্কার হল দীক্ষাস্নানের গুণে, খ্রিস্টমণ্ডলীতে পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিগত ভাবে সেই জীবন দান করেন, যার উৎপত্তি হয় পিতার মধ্যে এবং যা পুত্রের মধ্যদিয়েই আমাদেরকে দান করেছেন। পবিত্র আত্মাই তাঁর প্রসাদ দ্বারা সর্বপ্রথমে আমাদের মধ্যে বিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন এবং আমাদেরকে সেই নতুন জীবন দান করেন, যার মধ্যদিয়ে' অনন্য সত্যিকার ঈশ্বরকে এবং যাঁকে তিনি প্রেরণ করেছেন, তাঁকে সেই যিশু খ্রিস্টকে জানতে পারা যায়। বিভিন্ন চিহ্নের আকারে পবিত্র আত্মার প্রকাশ করে।

জলের আকারে পবিত্র আত্মা

দীক্ষাস্নানের সময় জল পবিত্র আত্মার প্রতীক হিসেবে প্রার্থীর মাথায় ঢালা হয়। আর এই জলের আকারে পবিত্র আত্মা অধিষ্ঠিত হয় যা নতুন জন্মের একটি ফলদায়ক চিহ্ন দীক্ষাস্নানের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করা হয়। আমাদের প্রথম জন্ম সেই ঐশ্বরিক জন্মে রূপান্তরিত হয়। জলে অবগাহনের মধ্যদিয়ে আত্মায় এক হয়ে উঠি, এবং একই জলের উৎসধারা থেকে সেই আত্মা থেকে, পান করতে আহূত হই। সেই জল হয়ে ওঠে পবিত্র জীবনদায়ী জল। পবিত্র বাইবেলের ভাষায় 'ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইস্রায়েল জাতির মধ্যে অনেকে সে পবিত্র আত্মার জন্যে অপেক্ষায় ছিল। প্রবক্তা যোয়েলের মুখে উচ্চারিত এই বাণীতে এই প্রতিজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল: "আমি মানুষের ওপর আমার আত্মিক শক্তি করব বর্ষণ। তোমাদের পুত্র-কন্যা সকলে ঐশ বাণী ঘোষণা করবে তখন *(যোয়েল ৩:২-৩)*" সঞ্জীবনী দিয়ে অর্থাৎ সে পবিত্র আত্মা দিয়ে তারা নবীন হয়ে উঠবে।

তেল লেপনের আকারে পবিত্র আত্মা

আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলীতে তেল লেপন দ্বারা পবিত্র আত্মাকে প্রতীক হিসেবে প্রকাশ করে। আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলীতে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদানের সময় ক্রিজম তেল ব্যবহার করা হয়। এই তেল লেপনের মধ্যদিয়ে একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী খ্রিস্টের মতই অভিষিক্ত হয় ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা যা তাঁরই সাক্ষী হয়ে উঠতে প্রেরণা দান করে। আমরা পুরাতন নিয়মে এই অভিষিক্ত হবার বিভিন্ন ঘটনা দেখি কিন্তু যিশু ঈশ্বরের একান্ত প্রীতিভাজন হিসেবেই অভিষিক্ত হন। তিনি যে মানবদেহ ধারণ করেছেন তা সম্পূর্ণভাবে পবিত্র আত্মারই শক্তিতে, যে পবিত্র আত্মা তাকে খ্রিস্ট বলে অভিহিত করেছেন। পবিত্র বাইবেলে দেখি, কুমারী মারীয়া নিজেও পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভবতী হন। আর এই পবিত্র আত্মা খ্রিস্টের উপর সব সময় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সেই পবিত্র আত্মার শক্তিতেই নিরাময় ও পরিত্রাণের কাজ সম্পন্ন করেন এমন কি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করেন। এই পবিত্র আত্মায় খ্রিস্টের পূর্ণতা প্রকাশিত হয়, তিনি ঈশ্বরপুত্র হয়েও সম্পূর্ণরূপে মানুষ হয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি, পবিত্র বাইবেলে 'তেল লেপনে' সরাসরি "পবিত্র আত্মা জীবনে কাজ করে *(২করি ১:২১-২২)*।" পবিত্র আত্মা হল সত্যের আত্মা, পবিত্রতার আত্মা, প্রজ্ঞার আত্মা। আর পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করার অর্থ হল তিনি আমাদেরকে প্রজ্ঞা দান করবেন আমাদের বাস্তব জীবনে যখনই প্রয়োজন। বাইবেলে আরও অনেক ঘটনা রয়েছে যেখানে প্রবক্তা, রাজা, অভিষিক্ত হন এই তেল লেপনের মাধ্যমে ।

আগুনের আকারে পবিত্র আত্মা

পবিত্র বাইবেলে আমরা আগুনের বিষয়ে বিভিন্ন কথা বা বাণী শুনি। আর এই 'আগুনই' পবিত্র আত্মার বর্ণনা করার জন্যে দ্বিতীয় প্রতীক। নতুন নিয়মে প্রথমে পবিত্র আত্মাকে আগুনের সাথে তুলনা করে দীক্ষাগুরু যোহন বলেছেন, "তিনি পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতেই অবগাহন করিয়ে তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন *(লুক ৩:১৬)*।" জল যেমন জন্ম ও জীবনের পূর্ণতার অর্থ প্রকাশ করে যা পবিত্র আত্মার মধ্যদিয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনি আগুন পবিত্র আত্মার শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে কাজ করে। প্রবক্তা এলিয় যেমন আগুন থেকে জাগ্রত হয়েছেন এবং যার কথা জ্বলন্ত আগুনের মত যে আগুন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে কার্মেল পবর্তের সেই বলিদানে। সেই সময় দীক্ষাগুরু যোহন প্রভুর অগ্রদূত হয়ে প্রবক্তা এলিয়ের মত পবিত্র আত্মার শক্তি লাভ করে প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি প্রচার করেন খ্রিস্ট যিনি, পবিত্র আত্মা অগ্নিতে দীক্ষাস্নাত করবেন। যিশু বলেন 'আমি এই পৃথিবীর বুকে আগুন জ্বালাতে এসেছি *(লুক ১২:৪৯)*। পবিত্র আত্মা অগ্নি জিহ্বার আকারে নেমে এসেছিলেন। আর আধ্যাত্মিক জগতে আগুণের প্রতীকে পবিত্র আত্মা একটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।

মেঘ ও আকাশের আকারে পবিত্র আত্মা

মেঘ ও আলো এই দুটি প্রতীক একসাথে পবিত্র আত্মাকে প্রকাশ করে। পুরাতন নিয়মে আমরা দেখি, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে তিনি প্রকাশিত হন জীবন্ত ও পরিত্রাতা রূপে। আমরা দেখি ঈশ্বর আলোর প্রতীকে বিভিন্ন প্রবক্তাদের কাছে তার মহিমা প্রকাশ করেছেন। তিনি সিনাই পর্বতে, তাবুতে, মরুভূমিতে, রাজা সলোমনের মন্দির উৎসর্গ করার সময় আলোর প্রতীকে প্রকাশিত হন। স্বয়ং খ্রিস্ট এই পবিত্র আত্মার প্রতীক পূর্ণতা দান করেন। তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। পর্বতের উপরে যিশুর দিব্যরূপান্তরের সময় পবিত্র আত্মা মেঘের আকারে এসে যিশু, মোশী, এলিয়, যাকোব এবং যোহনকে আচ্ছাদিত করেছিলেন। তখন মেঘের মধ্য

থেকে একটি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, তোমরা এর কথা শোন *(লুক ৯:৩৫)*।" অবশেষে যিশুর স্বর্গারোহণের সময় একটি মেঘ যিশুকে ঢেকে দিয়েছিল, পবিত্র বাইবেলে বলা হয় মানবপুত্রকে একদিন মেঘ বাহনে আসতে দেখবেন। 'যিশুর দীক্ষাস্নানের সময়, 'সেই রহস্যময় কবুতর অবতরণ করার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশে আকাশমণ্ডল, স্বর্গলোক উন্মুক্ত হল *(মথি ৩:১৬)*।

হস্ত স্পর্শের আকারে পবিত্র আত্মা

চিহ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক যা অংকনের মধ্য দিয়ে অভিষিক্ত করা হয়। পিতা ঈশ্বর যিশুকে চিহ্নের মধ্যদিয়েই অভিষিক্ত করেছেন। কারণ এই চিহ্ন দীক্ষাস্নানের সেই পবিত্র আত্মার ফল লাভের তাৎপর্য প্রকাশ করে। এছাড়া হস্তার্পণ, যাজকাভিষেক সাক্রামেন্তে চিহ্ন অংকনের মাধ্যমে পবিত্র আত্মার সেই ঐশতাত্ত্বিক দিকগুলো প্রকাশ করে। যিশু রোগীদের সেই হস্ত স্থাপনের মাধ্যমে সুস্থতা দান করেন, তিনি ছোট শিশুদের উপর হস্ত স্থাপনের মধ্য দিয়ে তাদের আশীর্বাদ করেন। এছাড়া আরও বেশি লক্ষ্যণীয় হল প্রেরিতশিষ্যগণও হস্ত স্থাপন করে পবিত্র আত্মাকে দান করেছিলেন। পবিত্র বাইবেলে, হিব্রুদের কাছে হস্ত স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মণ্ডলী এই চিহ্নগুলোকে সাক্রামেন্তের মধ্যদিয়ে পবিত্র আত্মাকে লাভের চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পবিত্র আত্মাকে লাভের চিহ্নহল হস্তস্থাপন। প্রেরিত শিষ্যগণ বিশ্বাসীদের উপরে হাত তুলতেন (হস্তার্পণ) যেন তাদের উপরে পবিত্র আত্মা নেমে আসেন। আমরা পবিত্র বাইবেলে হাত দিয়ে আশীর্বাদের বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে উক্তি পাই যা পবিত্র আত্মার বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা দেয়।

কবুতরের আকারে পবিত্র আত্মা

কবুতরের আকারে পবিত্র আত্মার অবতরণ আমরা দেখি পবিত্র বাইবেলে। পুরাতন নিয়মে সেই নোয়ার ঘটনায়, মহাপ্লাবনের পর একটি কবুতর নোয়া ছেড়ে দিলেন পরিস্থিতি বুঝার জন্য। সেই কবুতর একটি জলপাই গাছের ডাল আনার মধ্যদিয়ে পৃথিবীতে পুনরায় বসবাসের চিহ্ন প্রকাশ করেন। আবার নতুন নিয়মে দেখি যিশু যখন দীক্ষা নিয়ে জল থেকে উঠে আসছিলেন তখন সেই কবুতরের আকারে পবিত্র আত্মা যিশুর উপরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পবিত্র আত্মা নেমে এসে দীক্ষা প্রার্থীর হৃদয় পরিশুদ্ধ করে এবং তার সঙ্গেই বাস করে। কিছু কিছু গির্জায় যেখানে সাক্রামেন্ত রাখা হয় সেই স্থানের বাইরে আকৃতি কবুতরের আকারে অংকন করা হয। আর এই কবুতরের আকারে পবিত্র আত্মার চিহ্ন প্রকাশ করা হয়। খ্রিস্টান শিল্পকলায় পবিত্র আত্মাকে কবুতর রূপে অঙ্কিত করা হয়। কারণ সেই আদি থেকেই পবিত্র আত্মার চিহ্ন হিসেবে কবুতরকে দেখানো হয়েছে। কবুতরের প্রতীকের মধ্যদিয়ে পবিত্র আত্মার শান্তির চিহ্ন প্রকাশ করে।

বাতাসের আকারে পবিত্র আত্মা

এফেসীয়দের কাছে পত্রে ৫:১৮ পদে বলা হয়েছে, পবিত্র আত্মা বাতাসের আকারে নেমে আসে। পবিত্র মঙ্গলসমাচারেও যিশু বলেন, ঈশ্বর তার সেই নতুন সৃষ্টি কাজে বাতাসের আকারে সেই পবিত্র আত্মাকে দান করেছেন। তাই এটিকে একটি বাইবেলে একটি চিহ্ন হিসেবে দেখানো হয়েছে। 'গ্রীক ও হিব্রু শব্দ 'রুয়াখ' থেকে এই প্রাণবায়ু, বাতাস ও শ্বাস শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে। এই বাতাস ও শ্বাস দু-ই পবিত্র আত্মার তুলনা করা হয়েছে। প্রেরিতশিষ্যদের কার্যাবলীতে দেখি, যখন পঞ্চাশত্তমীর সেই দিনটি এলো তখন তারা এক জায়গায় সমবেত হলেন, হঠাৎ একটি ঈশ্বর বাতাস বইয়ে যাওয়ার মত শব্দ হলো, সারা ঘর তার ভরে গেল, আর তারা সকলে পবিত্র আত্মাকে লাভ করলো *(শিষ্যচরিত ২:১-৪)*। আর যোহনের মঙ্গলসমাচারেও এই বাতাসের আকারে পবিত্র আত্মার কথা *আদি পুস্তকে ১: ১-২, যোহন ২০:২২* পদেও বাতাসের আকারে পবিত্র আত্মাকে পাওয়ার বিষয়টি বলা হয়েছে। সম্ভবত বাতাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রকাশ হল পবিত্র আত্মা। তাহলে আত্মা হল এমনই এক শক্তি যা পৃথিবীতে নতুন সৃষ্টি কাজে সহায়তা দান করে।

অভিষেক বা অভ্যঞ্জন মুদ্রাঙ্কনের প্রতীকে পবিত্র আত্মা

"তৈল দ্বারা লেপনের প্রতীকটি স্বয়ং পবিত্র আত্মাকেই প্রকাশ করে। এই কারণে তৈল-লেপন ক্রিয়াটি পবিত্র আত্মারই নামান্তর। খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশ লাভের সংস্কারে তৈল-লেপন হলো দৃঢ়ীকরণের সংস্কারীয় চিহ্ন যা প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোতে বলা হয় 'অভিষেক তৈল-লেপন'। অভিষেক অনুষ্ঠানে অভ্যঞ্জন বা তেল লেপন একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। পবিত্র আত্মার অভিষেকের গুণে যাজকের সেবাকাজ অনেক সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হন। এই সংস্কার যে গ্রহণ করে পবিত্র আত্মার বিশেষ অনুগ্রহ তাকে খ্রিস্টের সদৃশ্য করে তোলে যাতে সে মণ্ডলীতে খ্রিস্টের প্রতিনিধি হয়ে সেবা কাজ করতে পারেন। পবিত্র আত্মা কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম অভিষেক অর্থাৎ যিশুর অভিষেকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অভিষেক তেল-লেপনের কাছাকাছি অর্থবহ একটি প্রতীক হচ্ছে মুদ্রাঙ্কন। 'পিতা ঈশ্বর খ্রিস্টকে নিজের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করেছেন' এবং আমাদের চিহ্নিত করেছেন তাঁর নিজের মুদ্রাঙ্কনে। এই মুদ্রাঙ্কন দীক্ষাস্নান, দৃঢ়ীকরণ ও পুণ্য পদাভিষেক- এসব সংস্কারে সম্পাদিত পবিত্র আত্মার অভিলেপনের অক্ষয় ফলপ্রসূতা নির্দেশ করে থাকে।

জিহ্বার আকারে পবিত্র আত্মা

পবিত্র বাইবেলের শিষ্যচরিত গ্রন্থে আমরা দেখি পবিত্র আত্মা জিহ্বার আকারে শিষ্যদের উপর নেমে এসেছিল। পবিত্র আত্মা অগ্নি জিহ্বার আকারে তাদের প্রত্যেকের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছিল। শিষ্যচরিত গ্রন্থে বলা হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে শোনা গেল প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মতন একটা শব্দ। যে বাড়িতে তাঁরা বসে ছিলেন, সে বাড়িটি সেই শব্দে ভরে উঠল *(শিষ্য ২:৩)*। সাধারণ ভাবে আগুন কোন লোহাকে পরিশোধন করার তাৎপর্য প্রকাশ করে। জিহ্বার আকারে পবিত্র আত্মা আমাদের আলোকিত করে । এই জিহ্বা গ্রীক ভাষা গ্লোসা থেকে এসেছে। জিহ্বার আকারে যখন পবিত্র আত্মা শিষ্যদের উপর নেমে এসেছে তখন তারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে আলোকিত হয়ে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। পবিত্র আত্মা মহান উৎসাহ ও উদ্দীপনার ফলে পৃথিবীর প্রায় সব জাতির মানুষ এক ক'রে গড়ে তুলেছেন। ভাষা এক না হলেও, তবুও পবিত্র আত্মাই জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে নারী পুরুষের এক নিমেষেই বিচ্ছিন্নতা ভেঙ্গে দিতে পারেন এবং তাদের একতাবদ্ধ করতে পারেন। তাঁর একতাই হৃদয় ও আত্মার একতা, যার ফলে সেটা হয় স্থায়ী। 'ঈশ্বরের আত্মা তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীকে নবায়িত করে।

পবিত্র আত্মার আলোকে আমাদের জীবন যাপন

আমরা প্রত্যেকেই প্রতিদিনকার জীবনে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ পেয়ে থাকি যা আমাদের চলার পথে সহায়ক। খ্রিস্টমণ্ডলীর গোড়া থেকেই বিভিন্ন চিহ্নের মধ্যদিয়ে পবিত্র আত্মার শক্তি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনকে আরও শক্তিমান করে তুলেছে। মণ্ডলীতে বিভিন্ন সংস্কারগুলোতে পবিত্র আত্মার বিভিন্ন চিহ্ন প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। পবিত্র আত্মা, স্বয়ং পবিত্র আত্মাই যিশুর শিষ্যদের শক্তি ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে যার ফলে তারা পৃথিবীর সর্বত্র বাণী প্রচার করে অনেক মানুষকে খ্রিস্টবিশ্বাসে দীক্ষাস্নাত করেছেন। সেই একই শক্তি আমাদেরকে আজও বিভিন্ন প্রতীক ও চিহ্নের মধ্যদিয়ে শক্তি ও অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন যেন আমরা খ্রিস্টের আদর্শ শিষ্য ও শিষ্যা হিসেবে বাণী প্রচার করে সকল মানুষকে খ্রিস্টবিশ্বাসী করে তুলতে পারি। পোপ দ্বিতীয় জন পল বলেন, "পবিত্র আত্মা হচ্ছে মঙ্গলবাণীর নব ঘোষণার প্রধান উদ্যোক্তা"। তাই আমাদের প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীর কাছে মণ্ডলীর আহ্বান যেন আমরা পবিত্র আত্মার শক্তিকে গ্রহণ করে খ্রিস্টবাণী প্রচারের মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্য গড়ে তুলতে পারি।

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি

১। এস. জে. ও সজল বন্দ্যোপাধ্যায়: ***'মঙ্গলবার্তা বাইবেল',*** জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ।

২। স্পেজিয়ালে আরতুরো, পিমে (অনুবাদ ও সম্পাদিত) 'অদৃশ্য শক্তিশালী ও অর্ন্তযামী পবিত্র আত্মা' রিয়েল টার্চ, ঢাকা, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

৩। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মেলনী (অনুবাদ), ঢাকা, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

৪। খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পিতৃগণের সঙ্গে ঐশবাণী-ধ্যান, সাধু বেনেডিক্ট মঠ, খুলনা, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ত্রিত্ববাদে এক ঈশ্বর- এক মহা রহস্য

মিলটন খোকন হালদার

ত্রিত্ব ল্যাতিন শব্দ Trinitas হল খ্রিস্টান ধর্মের একটি কেন্দ্রীয় তত্ত্ব যা প্রকাশ করে ঈশ্বর এক, তবে তিনি তিনজনের সহ চিরন্তন সমসত্ব ব্যক্তি, বা সারত্ব- পিতা, পুত্র (যিশুখ্রিস্ট) ও পবিত্র আত্মা- এই দৈব ব্যক্তিতে এক ঈশ্বর। এই তিন ব্যক্তি একই সারবত্তা, সত্ত্বা বা প্রকৃতি।

ত্রিত্ব এক ঈশ্বরের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মর মিলন ত্রয়ী। Trinity Sunday খ্রিস্টানদের ধর্মীয় পর্ব বিশেষ, ইস্টারের পরবর্তী অষ্টম রবিবার।

ত্রিত্ব সম্পর্কে ধারণাটি এমন কঠিন যে তা যথেষ্ট ব্যাখ্যা করা যায় না। ত্রিত্বের ধারণাটি এমন যে, কোন মানুষের পক্ষে তার ব্যাখ্যা পুরোপুরি বুঝতে পারা অসম্ভব। ঈশ্বর তো আমাদের চেয়েও অনন্ত, অসীম ও মহান, তাই তাঁকে পুরোপুরি বোঝার চেষ্টা করা আমাদের উচিত নয়। পবিত্র বাইবেল শিক্ষা দেয় যে পিতা হচ্ছে ঈশ্বর, আবার যিশু হচ্ছেন ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা হচ্ছেন ঈশ্বর। বাইবেল আরো শিক্ষা দেয় যে কেবল একজন ঈশ্বর আছেন। যদিও ত্রিত্ব ভিন্ন ভিন্ন সত্তার, এতে অন্যের সম্পর্কের বিষয়ে কিছু কিছু বুঝতে পারি, তবুও মানবিক বুদ্ধি জ্ঞানে তা চূড়ান্ত বা বোধাতীত থেকে যায়। যাই হোক, তারপরও এর মানে এই নয় যে, ত্রিত্ব সত্য নয়, অথবা পবিত্র বাইবেলীয় শিক্ষা অনুসারে নয়।

ত্রিত্ববাদ মানে, ঈশ্বর তিনটি সত্তায় অস্তিত্ব প্রাপ্ত তার মানে এও বুঝতে হবে তা কোন ভাবেই তিন ঈশ্বরের কথা বলা হয় নি। এই বিষয়ে পড়া-শুনা করতে হলে সব সময় মনে রাখতে হবে ত্রিত্ব শব্দ শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এই শব্দটি এমন যা শুধু মাত্র তিন সত্তার সহাবস্থান, অনন্তকালীন সত্তার একত্রে, যার মানে এই সব মিলিয়ে ঈশ্বর এই রকম ধারণার প্রকৃত গুরুত্ব ত্রিত্ব শব্দে প্রতিনিধি করছে, যার অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু ত্রিত্ব সম্পর্কে শাস্ত্র কি বলে তা এখানে উল্লেখ করা হলো:

১। ঈশ্বর একজনই, দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪; ১, করিন্থীয় ৮:৪, গালাতীয় ৩:২০, তিমথী ২:৫।

২। ত্রিত্বের তিন ব্যক্তি সত্তায় অস্তিত্ব প্রাপ্ত- আদি ১;১, ২৬, ৩:২২, ১১:১৭, যিশাইয় ৬;৪৮:১৬, ৪৮:১৬, ৬১:১, মথি ৩:১৬-১৭, ২৮:১৯, ২য় করিন্থীয় ১০;১৪,

৩। ত্রিত্ব একজন থেকে অন্যজনের পার্থক্য ভিন্ন পদে দেয়া হয়েছে। পুরাতন নিয়মে ইংরেজি বড় অক্ষরে সদাপ্রভু এবং ছোট অক্ষরে সদাপ্রভুর মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। আদি পুস্তক ১৯:২৪, হোশেয় ১;৪ ইংরেজি পবিত্র বাইবেলের দ্রষ্টব্য।

৪। ত্রিত্ব প্রত্যেক সদস্যই হচ্ছেন ঈশ্বর। পিতা হচ্ছেন ঈশ্বর, যোহন ৬; ২৭, রোমীয় ১:৭, ১ম পিতর ১;২। পুত্র হচ্ছেন ঈশ্বর যোহন ১;১, ১৪, রোমীয় ৯:৫, কলসীয় ২:৯ ইব্রীয় ১:৮, ৯ যোহন ৫:২০ এবং পবিত্র আত্মা হচ্ছেন ঈশ্বর প্রেরিত ৫৩:৪, ১, ১ম করিন্থীয় ৩:১১।

৫। ত্রিত্বের মধ্যে একে অপরের সাথে বাধ্যতা বা বশ্যতার সম্পর্ক রয়েছে। শাস্ত্র দেখিয়ে দেন যে, পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্রের অধীনে বশ্য এবং পুত্র পিতার অধীনে বশ্য। এই সম্পর্ক তাদের মধ্যকার বিষয়, কিন্তু ত্রিত্ব কারও ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করে নি। এই বিষয়টি আমাদের মনের সীমাবদ্ধতায় ঈশ্বরের সীমাহীন আন্তরিকতা বোঝা সম্ভব নয়। পুত্রের বিষয়ে লুক ২২;৪২, যোহন ৫:৩৬, যোহন ২০:২২ এবং ১ম যোহন ৪:১৪ পদে বলা হয়েছে পবিত্র আত্মার বিষয়ে যোহন ১৪:১৬, ১৪;২৬, ১৫:২৬, ১৬;৭ এবং যোহন ১৬:১০-১৪ পদে বলা হয়েছে।

৬। ত্রিত্বের ব্যক্তি সত্তার প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বে আছেন। পিতা হচ্ছেন সব কিছুর চূড়ান্ত উৎস, অথবা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও সব কিছুর অস্তিত্বে, কারণ ১ করন্থীয় ৮;৬ পদ প্রকাশিত বাক্য ১:১ পদ, পরিত্রাণ ও উদ্ধার যোহন ৩;১৬-১৭ এবং যিশুর মানবিক কর্মকাণ্ড যোহন ৫:১১৭, ১৪:১০। পিতাই এই সব কাজ একা শুরু করেন। পুত্র হচ্ছেন পিতার প্রতিনিধি, যার মধ্যে দিয়ে এই কাজগুলো করেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও সব কিছু দেখাশুনা ১ করিন্থীয় ৮:৬, যোহন ১১:৩, কলসীয় ১;১৬-১৭। ঐশরিক প্রকাশ যোহন ১:১, ১৬:১২-১১৫, মথি ১৯:১৭ বরং পরিত্রাণ বা উদ্ধার ২য় করিন্থীয় ৫:১৯, মথি ১১;২৭, যোহন ৪:৩৪ পিতা পুত্রের প্রতিনিধি হিসাবে এই সব কাজ সম্পন্ন করেন।

পবিত্র আত্মার মধ্যদিয়ে পিতা এইসব কাজ সম্পন্ন করেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এর সৃষ্টি ও সব কিছু দেখা-শুনা আদি ১;২, ইযোব ২২:১৩, গীত সংহিতা ১০৪:৩০, ঐশরিক প্রকাশ যোহন ১৬১২-১৫, ইফেসীয় ৩৩:৫;২, ২য় পিতর ১;২১, পরিত্রাণ বা উদ্ধার যোহন ৩;৬, তীত ৩:৫৫,৯, ১ম পিতার ১;২ এবং যিশুর কাজ গুলো যিশাইয় ৬১:১, প্রেরিত ১০:৩৮। এই ভাবে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা দ্বারা এইসব কাজ সম্পন্ন করেন॥

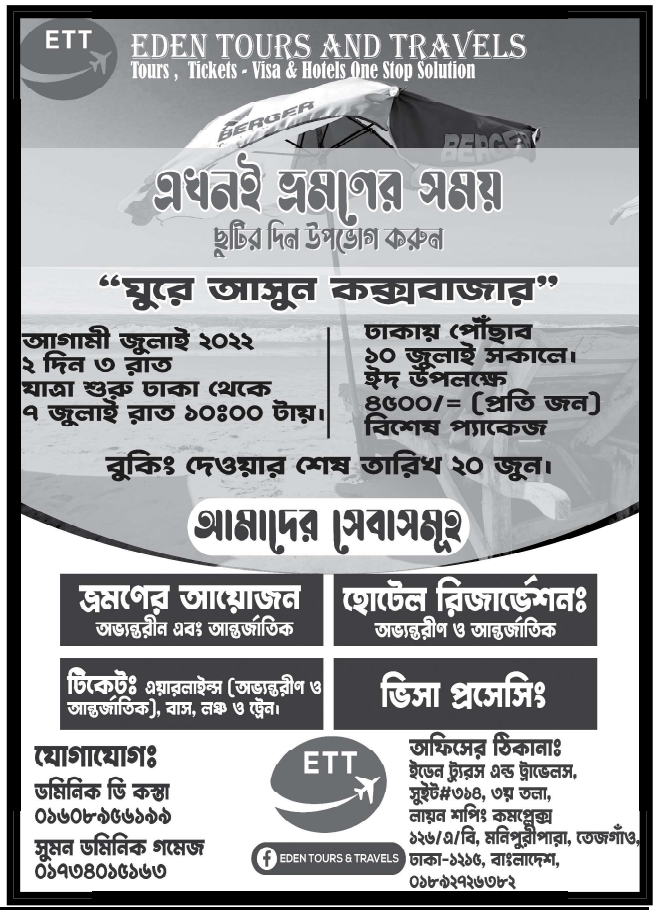

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর আধ্যাত্মিকতা: পবিত্র আত্মায় অবধারণ

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

সাম্প্রতিককালে মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনায় যে বৈশিষ্ট্যটি পোপ মহোদয় গুরুত্ব আরোপ করেন সেটা হচ্ছে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী; "সিনড" কথার অর্থ হচ্ছে "একসঙ্গে পথচলা"। মণ্ডলীতে সবার "অংশগ্রহণ", মণ্ডলীর "মিশন" সম্পন্ন করার উদ্দেশে, মণ্ডলী যেন "মিলন-সমাজ" হওয়ার জন্য সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীরা – ভক্তজনগণ, সন্ন্যাসব্রতী, যাজক ও বিশপগণ "একসঙ্গে পথ চলেন"।

পবিত্র আত্মার অবতরণ পর্বে আমরা প্রত্যাদেশ গ্রন্থ থেকে এই বাণী শুনি: "যার কান আছে, সে শুনুক, ঐশ আত্মা এখন মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।"

কাথলিক মণ্ডলী "এক" বলে আমরা বিশ্বাস করি। তবে এই "এক"-এর মধ্যে আছে "বহু"। মণ্ডলীতে আছে বহু কৃষ্টি, ভাষা-সংস্কৃতি, সভ্যতা, দেশ ও যুগ; বহু ধরনের মানুষ, তাদের বহু ধরনের শক্তি, ভূমিকা, দায়িত্ব; বহু মন-মেধা, চিন্তাধারা, হৃদয়বৃত্তি, মতামত ও সামর্থ। তবে "বহু"র মধ্যে রয়েছে "প্রভু" যিনি এক, বিশ্বাস যা "এক", পবিত্র আত্মা যিনি "এক", খ্রিস্টদেহরূপ মণ্ডলীর বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে তিনিই একমাত্র "প্রাণ"। "ঐশ আত্মা মণ্ডলীকে কী বলছেন"?

মণ্ডলীকে সিনড-বিশিষ্ট করতে হলে পবিত্র আত্মাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরপুত্র প্রভু যিশুখ্রিস্টেতে সবাইকে "এক" করেন, আমাদের সবাইকে "এক" পিতার সন্তান করে রাখেন। "ঐশ আত্মা মণ্ডলীকে কী বলছেন"?

এ কারণেই পবিত্র আত্মার আগমন পর্বে আমরা মণ্ডলীর জন্মদিন পালন করি। পবিত্র আত্মার শক্তিতেই মণ্ডলী জন্ম লাভ করে, আবার মণ্ডলীর যা, তা-ই হয়ে ওঠে। মণ্ডলী যদি সত্তাগতভাবে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হতে হয় তাহলে পবিত্র আত্মার শক্তি, কাজ, প্রেরণা ও মিশন ছাড়া সম্ভব নয়। "ঐশ আত্মা মণ্ডলীকে কী বলছেন"?

পোপ মহোদয় বলেছেন যে, সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্টতা হবে "শ্রবণ করা"; "ঐশ আত্মা কী বলছেন" তা শ্রবণ করা; আমার কাছে পবিত্র আত্মা কী বলছেন তা শ্রবণ করা; পবিত্র আত্মা অন্যের কাছে কী বলছেন তা শ্রবণ করা; মণ্ডলীর মধ্যে যেন কেউ মনে না করেন যে, কেবলমাত্র তার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা কথা বলেন। পবিত্র আত্মাকে সবাই লাভ করেছেন। তারা দীক্ষিত ও প্রেরিত।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে শুধু নিজের কথা শোনা নয়, পবিত্র আত্মা আমার মধ্য দিয়ে এবং অন্যের মধ্য দিয়ে কী বলছেন তা শ্রবণ করা। এর ফলেই মণ্ডলীতে গুরুত্ব পাবে আত্মার শক্তি দ্বারা জানার প্রক্রিয়া, যাকে আমরা বলি "আত্মায় অবধারণ শক্তি"।

আত্মায় "অবধারণ" হচ্ছে আত্মার একটি শক্তি। "অবধারণ শক্তি" দ্বারা আমরা জানি, বিবেচনা করি, যাচাই করি, পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে কী বলছেন।

"আত্মায় অবধারণ শক্তি" দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে যা কিছু ভাল বা মন্দ আছে তা আমরা জানতে পারি; "আত্মার অবধারণ শক্তি" দ্বারা অন্যের মধ্যে যা কিছু ভাল বা মন্দ আছে তা জানতে পারি; আত্মায় অবধারণ শক্তি দ্বারা নিজেদের মধ্যে ও অপরের মধ্যে যা ভাল, অথচ গোপন আছে, তা বের করে আনতে পারি।

"আত্মায় অবধারণ শক্তি" দ্বারা আমরা বুঝতে পারি পবিত্র আত্মার কাজ কোনটি এবং পবিত্র আত্মার বিরোধী কাজ কোনটি; কোন কাজটি শয়তানের শক্তি দ্বারা পরিচালিত।

পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে কী করতে বলেন? যা কিছু "ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম", *(গালাতীয় ৫:২২-২৩)*; ঐক্য-মিলন, ভ্রাতৃত্ব, ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মান, সমঝোতা, সংলাপ, সংহতি, স্বার্থচিন্তা-মুক্তি, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে – তাই পবিত্র আত্মার কাজ।

পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে কী করতে নিষেধ করেন? "ব্যভিচার, অশুচিতা, উচ্ছৃঙ্খলা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, বেসামাল ভোজ-উৎসব" *(গালাতীয় ৫:১৯-২১)*, মিথ্যা-অপবাদ দেওয়া, দুর্নাম করা, সুনাম নষ্ট করা, বিরূপ সমালোচনা করা, স্বার্থচিন্তা, আঞ্চলিকতা, পরনিন্দা, পরচর্চা, মিডিয়ার মধ্য দিয়ে কাউকে হেয় করা, কারো চরিত্র হনন করা, হুমকি-ধামকি দেওয়া, ক্ষমতা প্রদর্শন করা, সত্যতা যাচাই না করে অসত্য প্রচার করা, ইত্যাদি কাজ সকল পবিত্র আত্মার পরিপন্থী। এগুলো কোন সময়ে পবিত্র আত্মার কাজ হতে পারে না।

ঐশ আত্মা মণ্ডলীকে কী বলেন তা শ্রবণ করা ধ্যান ও প্রার্থনার মাধ্যমে; শ্রবণ করা অন্যের মতামত জানার মাধ্যমে; ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও মাণ্ডলিক ভাবে আত্মায় অবধারণ শক্তির মাধ্যমে। "যার কান আছে, সে শুনুক, ঐশ আত্মা এখন মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।"

পবিত্র আত্মার শক্তিতে অবধারণ ক'রে অনেক আছেন যার সৎসাহস, সুবিবেচনা, ন্যায়পরায়নতা ও মিতাচারিতা নিয়ে, অন্যকে কঠিন চ্যালেঞ্জ দিতে পারে, সত্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা দৃঢ়প্রত্যয়ী, মানুষের কথা না শুনে তারা ঈশ্বরের কথা শোনে, তারা নিজের মধ্যে কষ্ট থাকলেও শান্তি অনুভব করে, ভুলের সংশোধন তারা গ্রহণ করতে পারে, ভুল করলে তারা ক্ষমা চাইতে পারে এবং অপরকে ক্ষমা করতে পারে। তারা শান্তিকামী, তারা ধন্য। শান্তি পবিত্র আত্মারই দান।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী গড়ার প্রক্রিয়ায় পবিত্র আত্মায় অবধারণ শক্তি দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা জেনে, যা-কিছু করণীয় তা পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে, এসো আমরা আমাদের মাতা মণ্ডলীকে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী গড়ার কাজে নিয়োজিত হই। সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী নির্মাণ করার প্রক্রিয়ায় এসো আমরা পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা অবধারণ প্রক্রিয়ায় একসঙ্গে পথ চলি এবং জানতে চেষ্টা করি "ঐশ আত্মা এখন মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।" এটাই হচ্ছে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর আধ্যাত্মিকতা যেখানে আছে আত্মার ঐক্য, মিলন, সক্রিয়তা ও মিশন সম্পাদনের দৃঢ়

আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট শাশ্বত মহাযাজক, পর্ব
Our Lord Jesus Christ Eternal High Priest, Feast
পঞ্চাশত্তমী পর্বের পরবর্তী বৃহস্পতিবার

ফাদার ইউজিন জে আনজুস সিএসসি

পটভূমি

হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্রে যিশুখ্রিস্ট যে শাশ্বত মহাযাজক সে কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: "তাঁকে সব দিক দিয়ে তাঁর সেই ভাইদের মতো স্বভাবতই হতে হয়েছিল, যাতে পরমেশ্বরের সেবার সব-কিছুতেই তিনি দয়ালু বিশ্বস্ত এক মহাযাজক হয়ে ওঠেন আর এভাবে তিনি যেন সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন *(হিব্রু ২:১৭)*।" তাঁর মহাযাজকত্ব সম্বন্ধে এ কথাও বলা হয়েছে যে, "সত্যিই, এমনই এক মহাযাজককে আমাদের প্রয়োজন ছিল, পবিত্র, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক যিনি, পাপী মানুষের কাছ থেকে যাঁকে স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে, আকাশমণ্ডলের ঊর্ধ্বেই যাঁকে উন্নীত করা হয়েছে। মহাযাজকের পদে নিযুক্ত হয়েছেন যিনি, তিনি সেই স্বয়ং পুত্র, যাঁকে পূর্ণতায় মণ্ডিত করা হয়েছে চিরকালের মতোই *(হিব্রু ৭:২৫, ২৮খ)*।"

অতএব, পবিত্র শাস্ত্র অনুসারে যিশুখ্রিস্ট হলেন সর্বকালের এক ও অনন্য মহাযাজক। এ বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্র-পণ্ডিতগণ, ঐশতত্ত্ববিদগণ এবং ভক্তজনগণ—সকলেই একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী, এতে কোনরূপ দ্বিধা কিংবা দ্বিমত নেই। এই বিশ্বাস নানাভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তবে এর যথার্থ ও পূর্ণতর প্রকাশ ঘটে পুণ্য উপাসনায়। আর তাই বহুবছর পূর্ব থেকেই কাথলিক মণ্ডলীতে, সর্বত্র না হলেও বিভিন্ন দেশে পালন করা হয়ে আসছে "আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট শাশ্বত মহাযাজক"– এই পর্বটি। তখন কাথলিক মণ্ডলীর **উপাসনিক পঞ্জিকায়** (ORDO) তালিকাভুক্ত করা না হলেও স্পেন দেশে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই পর্বটি পালন করা হয়ে আসছিল। এ ছাড়াও ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশ, যেমন পোল্যাণ্ডেও এই পর্বটি পালন করা হয়ে থাকে। ক্ল্যারেশিয়ান মিশনারীদের মিশনকার্য বিষয়ক সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে: "যাজকত্ব-বরণ সাক্রামেন্তের দ্বারা মহাযাজক খ্রিস্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রত্যেক যাজক প্রধানত খ্রিস্টযজ্ঞ উদযাপনের মাধ্যমে খ্রিস্টের মৃত্যু ও নবজীবনের সহভাগী হয়ে ওঠেন, যেন মানুষের মাঝে বাস করার মধ্য দিয়ে আমরা অন্যদের মধ্যে খ্রিস্ট প্রভুর উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দিতে পারি (Commitment to Constitution, 1994, no.83)।" অর্থাৎ, বিভিন্ন সন্ন্যাসব্রতী যাজক-সংঘগুলোও বহু পূর্ব থেকেই যাজক এবং খ্রিস্টে দীক্ষিত ভক্তজনদের খ্রিস্টপ্রভুর যাজকত্বে অংশগ্রহণের বিষয়টি স্পষ্টতররূপে প্রকাশ ও উদ্‌যাপন করার জন্য শাশ্বত মহাযাজক খ্রিস্টের এই পর্বটি পালন করে আসছে।

এক কথায়, এই পর্বটি কাথলিক মণ্ডলীতে একেবারে নতুন নয়। বরং বিভিন্ন সময়ে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়গণ এই পর্ব পালনের স্বীকৃতি দান করেছেন এবং উৎসাহিত করেছেন। যেমন, পুণ্যপিতা পোপ একাদশ পিউস প্রভু যিশুর মহাযাজকত্বের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির প্রকাশ-স্বরূপ এই পর্বটি পালন করার জন্য আহ্বান জানান (*Quas primas,* December 11, 1926)। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার **"পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধান"** নির্দিষ্টভাবে এই পর্বটি পালনের কথা উল্লেখ না করলেও দীক্ষাস্নান ও যাজকত্ব-বরণ সাক্রামেন্ট দুটির মাধ্যমে খ্রিস্টপ্রভুর যাজকত্বে সকল দীক্ষিত ভক্তজনদের অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দান করেছে। এরূপ শিক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত করার একটি মহৎ উপায় হল সর্বজনীন ভাবে খ্রিস্টপ্রভুর যাজকত্বের পর্বটি পালন করা।

এজন্য ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ভাটিকানের **"পুণ্য উপাসনা ও সাক্রামেন্তসমূহের শৃঙ্খলা"** বিষয়ক দপ্তর (Congregation for Divine Worship and the Discipline of Sacraments) ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে এই পর্বটি পালন করার জন্য অনুমোদন প্রদান করে। অতঃপর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে একই দপ্তরের অনুমোদনক্রমে অস্ট্রেলিয়া, এবং স্পেনের সকল কাথলিক ডায়োসিসগুলোর যাজক-সংঘ সমূহ (Confraternity of Christ the Priest) এই পর্ব পালন করতে শুরু করে। ভাটিকানের উক্ত দপ্তরের একটি ডিক্রি দ্বারা অনুমোদন লাভ করে ৩ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে পোল্যাণ্ডে এবং পরবর্তী বছরে নেদারল্যাণ্ডে, এবং ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে চেক্ রিপাবলিক- এ এই পর্বটি পালিত হতে থাকে।

পুণ্যপিতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট প্রতি বছর পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের পরবর্তী বৃহস্পতিবারে আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট, শাশ্বত মহাযাজক এই মহাপর্বটি সর্বজনীন মণ্ডলীতে পালন করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং একটি ডিক্রি দ্বারা "পুণ্য উপাসনা ও সাক্রামেন্তসমূহের শৃঙ্খলা" বিষয়ক দপ্তর রোমীয় উপাসনিক পঞ্জিকা বা ORDO- তে অন্তর্ভুক্ত করে এবং পর্বটি পালনের জন্য দিন ধার্য্য করা হয় **পঞ্চাশত্তমী পর্বের পরবর্তী বৃহস্পতিবার**। এই নির্দেশনা প্রদানের পরই ২৩ জুলাই, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস- এ প্রাহরিক উপাসনা [Divine Office] এবং খ্রিস্টযজ্ঞরীতির মাধ্যমে পূর্ণতররূপে এই পর্বটি পালন করা শুরু হয়। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের নির্দেশনায় এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, প্রত্যেক স্থানীয় মণ্ডলীর বিশপ সম্মিলনীসমূহও যেন প্রাহরিক উপাসনা এবং খ্রিস্টযাগের পূর্ণাঙ্গ মূল রচনা (text) ল্যাটিন এবং এর ইংরেজী সংস্করণ অনুসারে স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে এবং ভাটিকানের উপরোক্ত দপ্তর থেকে অনুমোদন নিয়ে এই পর্বটি পালন করা শুরু করে।

পুণ্যপিতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট কর্তৃক এই মহাপর্বটি পালন কারার নির্দেশ প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান উদ্দেশ্য হল: ২০০৯-২০১০ খ্রিস্টাব্দে সর্বজনীন মণ্ডলীতে উদ্‌যাপিত **"যাজক বর্ষ"**-এর উদ্দেশ্য, এর অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা সমূহ যেন ক্ষীণ বা স্তিমিত হয়ে না পড়ে, কিংবা হারিয়ে না যায়, বরং সেই উৎসাহ, প্রেরণা ও লক্ষ্য যেন সমুন্নত থাকে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এবছর বাংলাদেশের উপাসনিক পঞ্জিকায় এই পর্বটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বিশপ সম্মিলনী কর্তৃক প্রাহরিক উপাসনা এবং খ্রিস্টযজ্ঞের প্রার্থনাদি বাংলায় অনুবাদ ও ভাটিকানের অনুমোদন সংগ্রহ করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বাংলাদেশের বিভিন্ন গির্জায় যেন পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের পরবর্তী বৃহস্পতিবারে (এবছর ৯ জুন, ২০২২) অন্তত পক্ষে খ্রিস্টযজ্ঞ উৎসর্গ করা যায় তার জন্যে নিম্নে খ্রিস্টযজ্ঞের প্রার্থনা গুলোর বাংলা অনুবাদ সংযোজন করা হল। সেই সঙ্গে **ক-খ-গ উপাসনা বর্ষের** জন্য নির্ধারিত **বাণী পাঠের সংকলন** দেওয়া হল।

২. পর্বদিনটির খ্রিস্টযজ্ঞ রীতি

আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট শাশ্বত মহাযাজক পর্ব
পঞ্চাশত্তমী পর্বের পরবর্তী বৃহস্পতিবার

প্রবেশিকা গীতি (হিব্রু ৭:২৪, ৯:১৫)

খ্রিস্ট হলেন নতুন এক সন্ধির মধ্যস্থতাকারী,
তাঁর যাজকত্ব চিরস্থায়ী কেননা তিনি যে চিরজীবী!

মহিমাস্তোত্র

উদ্বোধন প্রার্থনা (The Collect)

হে পরমেশ্বর, যিনি তোমার পরাক্রম ও মানব জাতির মুক্তিকর্মের গৌরব
তোমার সেই একমাত্র-জাত পুত্র শাশ্বত মহাযাজক খ্রিস্টের মধ্যস্থতায়
পূর্ণ করে তুলেছ এবং তুমি যাঁদের যাজক-পদে মনোনীত করে
তাঁদের উপর পবিত্র আত্মার অনুগ্রহদান ঢেলে দিয়েছ এবং করে তুলেছ
তাঁরই রহস্যের সেবাকারী ও পরিচর্যাকারী,
তাঁরা যেন তাঁদের এই সেবা-দায়িত্ব বিশ্বস্তভাবে পালন করে যেতে পারেন।
পবিত্র আত্মার সংযোগে ও তোমার সঙ্গে যুগ যুগ ধরে বিরাজমান
আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের নামে। আমেন।

বাণী-ঘোষণা রীতি
[ক, খ ও গ উপাসনা বর্ষের বাণী পাঠ সংকলন শেষে দেখুন।]
অর্ঘ্যের উপর প্রার্থনা (Prayer over the Gifts)
হে প্রভু, অনন্য করি : আমাদের মধ্যস্তাকারী যিশুখ্রিস্ট এই অর্ঘ্য যেন তোমার সমীপে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন এবং আমাদেরকেও তোমার নিকট প্রীতিকর নৈবেদ্যরূপে নিবেদন করেন, তাঁরই সঙ্গে এই প্রার্থনা করি, যিনি যুগ যুগ ধরে বিরাজমান।
ধন্যবাদিকা স্তুতি
প্রভু তোমাদের সহায় থাকুন।
আপনারও সহায় থাকুন।
তোমাদের হৃদয় উত্তোলন কর।
আমরা তা ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলন করেছি।
এসো আমাদের ঈশ্বর প্রভুর ধন্যবাদ করি।
ইহা বিহিত ও ন্যায্য।
হে প্রভু, পবিত্রতম পিতা, সর্বশক্তিমান ও সনাতন পরমেশ্বর,
সর্বকালে ও সর্বস্থানে তোমার প্রতি ধন্যবাদ নিবেদন করা
সত্যই বিহিত ও ন্যায্য, সমীচীন ও কল্যাণকর।
কেননা পবিত্র আত্মার অভ্যঞ্জনে
তুমি তোমার একমাত্র-জাত পুত্রকে
নতুন ও শাশ্বত সন্ধির মহাযাজকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছ, এবং তোমার অপরূপ পরিকল্পনায় স্থির করেছ যে, তাঁর যাজকত্ব খ্রিস্টমণ্ডলীতে চিরকাল ধরে বিদ্যমান থাকবে।
কেননা খ্রিস্ট যেমন কেবল তাঁর রাজকীয় যাজকত্ব দ্বারা তাঁর আপন জনমণ্ডলীকে বিভূষিত করেন না, কিন্তু ভ্রাতৃসুলভ দয়াগুণে তিনি মানুষের মধ্য থেকে বহুজনকে বেছে নেন এবং হস্তস্থাপনের দ্বারা তাঁরই পুণ্য সেবাকাজের অংশীদার করে তোলেন।
তিনি চেয়েছেন, মানবজাতির নিস্তারের উদ্দেশে তাঁরই নামে তাঁরা অবিরাম যজ্ঞবলী নিবেদন করবেন, নিয়ত তোমার জনমণ্ডলীর সম্মুখে নিস্তার-ভোজ প্রস্তুত করবেন—
তোমার সন্তানদের প্রেমের পথে পরিচালিত করতে,
তোমার বাণী দ্বারা তাদের পুষ্টি বিধান করতে, এবং
পুণ্য সংস্কারসমূহ দ্বারা শক্তিমান করে তুলতে।
তাঁরা যেমন তোমারই জন্যে এবং ভ্রাতাভগ্নীদের নিস্তারের জন্যে
তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেন, তেমনি তাঁরা স্বয়ং খ্রিস্টের
প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠার জন্যে প্রাণ পণ করেন
এবং অবিরাম বিশ্বাস ও প্রেমের সাক্ষ্য দান করেন।
অতএব, হে প্রভু, স্বর্গদূত-বাহিনী ও সাধুসাধ্বীগণের সাথে, আমরাও তোমার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করে তোমার মহিমার বন্দনা করি—

পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য...

কম্যুনিয়ন বন্দনা
দেখ, জগতের শেষ দিন পর্যন্ত
আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি!
কম্যুনিয়ন গ্রহণের পর প্রার্থনা (Prayer After Communion)
হে প্রভু, মিনতি করি তোমায়:
এই যে ঐশরিক প্রসাদ আমরা উৎসর্গ করলাম ও গ্রহণ করলাম তা যেন আমাদের সবার জীবন পরিপূর্ণ করে তোলে, যেন তোমার সাথে চিরস্থায়ী প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চিরস্থায়ী ফল দান করতে পারি।
আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের নামে।
৩. বাণী পাঠের সংকলন

গ-পূজনবর্ষ
প্রথম পাঠ
ইসাইয়া ৬: ১-৪, ৮
প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থ থেকে পাঠ
রাজা উজ্জিয়া যে বছরে মারা গেলেন, সেই বছরে আমি একদিন দেখতে পেলাম, উঁচুতে বসানো এক মহা সিংহাসনে প্রভু বসে আছেন। তাঁর বসনের সুদীর্ঘ প্রান্তভাগ গোটা পুণ্যস্থান জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে। উর্ধ্বে রয়েছেন একদল সেরাফ-দূত। তাঁরা চিৎকার করে পরস্পরকে বলছেন: "পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য বিশ্বপ্রভু ভগবান! সারা পৃথিবী জুড়েই তাঁর মহিমা-প্রকাশ!" তাঁরা একের পর এক এই যে চিৎকার করছিলেন, তাঁদের স্বরধ্বনীতে তখন মন্দিরের প্রবেশদ্বারের ভিত কেঁপে কেঁপে উঠছিল আর সেই সঙ্গে মন্দিরটি ধোঁয়ায় ভরে উঠছিল।
তখন আমি শুনতে পেলাম, প্রভু বলছেন : "কাকে পাঠাব আমি? আমাদের দূত হয়ে কে যাবে? আমি উত্তর দিলাম: "আমি, তো রয়েছি! আমাকে পাঠাও!"
প্রভুর বাণী!
সকলে : ঈশ্বকে ধন্যবাদ!
অথবা - হিব্রু ২:১০-১৮
প্রভুর বাণী!
সকলে : ঈশ্বকে ধন্যবাদ!

সামসঙ্গীত
সাম ২৩ : ২-৩, ৫-৬
ধূয়ো: প্রভুই আমার রাখাল, আমার কিসের অভাব?
ভগবান আমার রাখাল,
আমার কিসের অভাব?
সবুজ তৃণভূমিতে তিনি আমাকে শুইয়ে রাখেন,
আমাকে চরিয়ে নিয়ে যান শান্ত জলের তীরে;
সঞ্জীবিত করেন আমার প্রাণ!
ওগো, আমার জন্যে তুমি সাজাও অন্নভোজ
আমার শত্রুদের চোখের সামনে।
আমার মাথায় মাখিয়ে দাও সুবাসিত তেল;
আমার পানপাত্র হয় উচ্ছলিত।
প্রসাদ ও করুণা হবে আমার সহচর
আমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে!
ভগবানের গৃহে বাস করব আমি
জীবিত থাকব যতদিন।

মঙ্গলসমাচার বন্দনা
এজেকিয়েল ৩৬:২৫ক, ২৬ক
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া!
তোমাদের উপর আমি ঢেলে দেব পবিত্র জল;
তোমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলব নতুন আত্মিক শক্তি!
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া!

মঙ্গলসমাচার
যোহন ১৭: ১-২, ৯, ১৪-২৬

তাদের জন্যে আমি এখন নিজেকে নিবেদন করছি, যাতে তারাও সত্যের গুণে নিবেদিত হতে পারে।

+ যোহন অনুসারে পবিত্র মঙ্গলসমাচার থেকে পাঠ

অন্তিম ভোজের শেষে যিশু স্বর্গের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে এই প্রার্থনা করলেন: "পিতা, এবার সময় এসে গেছে: তোমার পুত্রের মহিমা তুমি এখন প্রকাশ কর, যাতে তোমার পুত্রও তোমার মহিমা প্রকাশ করতে পারে; কারণ তুমি যে তাকে সকল মানুষের ওপর অধিকার দিয়েছ, যাতে তুমি তার হাতে যাদের তুলে দিয়েছ, সে যেন তাদের সকলকেই শাশ্বত জীবন দান করে।

আমি এখন তাদের জন্যে প্রার্থনা করছি। সংসারের জন্যে প্রার্থনা করছি না, বরং যাদের তুমি আমার হাতে তুলে দিয়েছ, প্রার্থনা করছি তাদেরই জন্যে, কারণ তারা যে তোমারই।

তাদের আমি তোমার বাণী জানিয়ে দিয়েছি, আর সংসার তাদের ঘৃণাই করেছে, কারণ তারা সংসারের লোক নয়, যেমন আমিও সংসারের কেউ নই। তুমি সংসারের মধ্য থেকে তাদের তুলে নিয়ে যাও, এমন প্রার্থনা আমি জানাচ্ছি না বরং এই প্রার্থনা জানাচ্ছি, তুমি যেন সেই মহা অসত্যের হাত থেকে তাদের রক্ষাই কর। আমি যেমন সংসারের কেউ নই, তেমনি তারাও সংসারের কেউ নয়। তাদের তুমি বরং সত্যের গুণে তোমার কাছে নিবেদিত কর। তোমার বাণীই তো সেই সত্য। তুমি যেমন আমাকে সংসারের মধ্যে প্রেরণ করেছ, আমিও তেমনি সংসারের মধ্যে তাদের প্রেরণ করছি। এবং তাদের জন্যে আমি এখন নিজেকে নিবেদন করছি, যাতে তারাও সত্যের গুণে নিবেদিত হয়ে ওঠে।

প্রভুর মঙ্গলসমাচার!
সকলে : খ্রিস্টপ্রভু, তোমার প্রশংসা হোক!

ক-পূজনবর্ষ
প্রথম পাঠ
আদি পুস্তক ২২:৯-১৮ **অথবা** হিব্রু ১০: ৫-১০
পাঠ শেষে পাঠক বলেন: প্রভুর বাণী!
সকলে : ঈশ্বকে ধন্যবাদ!
সামসঙ্গীত
সাম ৪০: ৬-৮ক, ১০-১১ক, খ, ১৭
ধূয়ো: তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ করতে, এই তো এসেছি আমি!
হোম ও অর্ঘ্য কখনো চাওনি তুমি;
বরং আমায় দিয়েছ তোমার বাণী-শ্রবণের শক্তি।
পূর্ণাহুতি, পশুবলি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত তুমি তো করোনি দাবি;
তাই আমিও বলেছি: "এই যে এসেছি আমি!
শাস্ত্রগ্রন্থে আমারই প্রতি রয়েছে নির্দেশ।
হে আমার ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করাই আমার পরম সুখ।
তুমি যে ধর্মময়, আমার হৃদয়-গভীরে সে বাণী

লুকিয়ে রাখিনি আমি;
ওগো, তোমার বিশ্বস্ততা, ওগো, তোমার ত্রাণকর্মের কথা
সবার কাছেই প্রচার করেছি আমি।
ওগো, তোমার বিশ্বস্ততা, তোমার দয়ার কথা
মহাসমাবেশে বলতে কখনো পিছিয়ে যাইনি আমি।
তুমিও তো, ভগবান, তোমার করুণাদানে
আমাকে কখনো করবে না বঞ্চিত;
চির নিরাপদে রাখবে আমায় তুমি,
দেখাবে তোমার বিশ্বস্ততা, দেখাবে তোমার দয়া।
দেখ, প্রভু, দেখ: আমি যে নিঃস্ব, বড়ই দুঃখী আমি!
কী দশা আমার, ভেবে দেখ একবার!
তুমি যে আমার পরম সহায়, আমার মুক্তিদাতা;
আর দেরী নয়, আর দেরী নয়, হে আমার ঈশ্বর!

মঙ্গলসমাচার বন্দনা
ফিলিপ্পীয় ২: ৮-৯
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া!
খ্রিস্ট চরম আনুগত্য দেখিয়ে মৃত্যু,
এমন কি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত মেনে নিলেন।
তাই ঈশ্বর তাঁকে সব-কিছুর উপরে উন্নীত করলেন।
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া!
মঙ্গলসমাচার: মথি ২৬: ৩৬-৪২
দুঃখে আমি যেন মরতে বসেছি!
প্রভুর মঙ্গলসমাচার!
সকলে : খ্রিস্ট প্রভু, তোমার প্রশংসা হোক!

খ-পূজনবর্ষ

প্রথম পাঠ
আমি তাদের সাথে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব;
তাদের পাপ আমি আর মনেই রাখবনা।
জেরেমিয়া ৩১: ৩৩-৩৪
পাঠক : প্রভুর বাণী!
সকলে : ঈশ্বকে ধন্যবাদ!

অথবা

যাদের তিনি পবিত্র করে তুলেছেন, তিনি চিরকালের মতোই তাদের অন্তরে পূর্ণতা এনে দিয়েছেন।
হিব্রু ১০: ১১-১৮
পাঠ শেষে পাঠক বলবেন: প্রভুর বাণী!
সকলে : ঈশ্বকে ধন্যবাদ!

সামসঙ্গীত : সাম ১১০, ১-৩
ধূয়ো: মেলখিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মহাযাজক তুমি
শোন, আমার প্রভুর প্রতি ভগবানের বাণী;
"এসো, আমার ডান পাশে বস তুমি;
তোমার শত্রু যারা, তাদের করব আমি তোমারই পাদপীঠ!"
ভগবান এবার সিয়োন থেকে তোমার রাজদণ্ড-প্রভাব চতুর্দিকে ব্যপ্ত করবেন।
যত শত্রুর মাঝখানেও তুমি প্রভুত্ব করবে।
যেদিন জন্ম নিয়েছ তুমি, সেদিন থেকেই পেয়েছ তুমি রাজকীয় অধিকার,
সেদিন থেকেই ভূষিত তুমি পবিত্র গরিমায়।
ভোরের আগেই মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম দিয়েছি তোমায়।
মঙ্গলসমাচার বন্দনা : হিব্রু ৫: ৮-৯
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া!
পুত্র হয়েও তিনি নিজের দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই তিনি অনুগত হতে শিখেছিলেন; এবং পরম পূর্ণতা লাভ করে তিনি,
তাঁর প্রতি যারা অনুগত,
তাদের সকলেরই শাশ্বত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন।
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া!
মঙ্গলসমাচার
মার্ক ১৪: ২২-২৩
এ আমার দেহ! এ আমার রক্ত!
প্রভুর মঙ্গলসমাচার!
সকলে : খ্রিস্ট প্রভু, তোমার প্রশংসা হোক!

দ্রষ্টব্য :

১. খ্রিস্টযজ্ঞরীতিটি ভাটিকানের Congregation for Divine Worship and Discipline of Sacraments এবং The International Commission for English in the Liturgy (ICEL) কর্তৃক ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত মূল রচনা (Text) থেকে অনূদিত। অনুবাদটি লেখকের নিজস্ব, এখনও বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী বা উপাসনা কমিশনের অনুমোদন প্রাপ্ত নয়।

২. **বাণী পাঠের সংকলন**-এ পাঠাংশ, সামসঙ্গীত, ধূয়ো এবং মঙ্গলসমাচার বন্দনা গুলো একই পুণ্য দপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত এবং অনুমোদন প্রাপ্ত **বাণী বিতান** থেকেই নেওয়া হয়েছে। তাই এই অংশটির জন্য অনুমোদন প্রয়োজন নেই॥

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ৫ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। এটি বাংলাদেশে প্রথম স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ হিসেবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালবাসায় একে অপরের সেবা কর" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষতঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কল্পে কাজ করে চলেছে। ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ'তে আগ্রহী, দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত পদে আবেদন পত্র আহ্বান করা যাচ্ছে:

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	প্রধান দায়িত্ব ও কতর্ব্যসমূহ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১.	প্রোগ্রাম অফিসার: সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট	১ জন (নারী)	১. পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচী প্রনয়ণ এবং বাস্তবায়ন করা। ২. কর্মসূচী সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সার্বিক মনিটরিং এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করা । ৩. সরকারী ও সমমনা প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং ও পার্টনারশীপের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখা।	• যে কোনো স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সমাজবিজ্ঞান/সমাজ কর্ম/ জেন্ডার স্টাডিজে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। • বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে দুই (২) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • কম্পিউটার ব্যবহারে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হতে হবে। • বেতন আলোচনা সাপেক্ষে
২.	প্রোগ্রাম ফ্যাসিলিটেটর – সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট	১ জন (নারী)	১. মাঠ পর্যায়ে লক্ষিত জনগোষ্ঠি এবং কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে দল গঠন করা এবং সচেতনতা প্রদান করা ২. স্থানীয় সরকার ও নেট-ওয়ার্ক-এর মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত নারীদেরকে সহায়তা প্রদান করা। ৩. পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং প্রতিবেদন তৈরী করা।	• যে কোনো স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। • কম্পিউটার ব্যবহারে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হতে হবে। প্রার্থীকে উদ্যোগী, কর্মঠ ও যোগাযোগের দক্ষতা থাকতে হবে। • সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। • বেতন আলোচনা সাপেক্ষে

প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী :
১. *প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি জমা দিতে হবে।*
২. *সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, অভিজ্ঞতার সনদ পত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র সংযুক্ত করতে হবে।*
৩. *বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।*
৪. *জীবন-বৃত্তান্তে দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।*

সম্পূর্ণ আবেদনপত্র **আগামী ৩০ জুন,২০২২ খ্রিস্টাব্দ** এর মধ্যে নিম্নে লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে। (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে)। কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে ।

YWCA
সাধারণ সম্পাদিকা
ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ
১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড
ঢাকা – ১২০৫

বিজ্ঞ/১৭২/২২

পাদুয়ার সাধু আন্তনী

ফাদার আলবাট রোজারিও

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানেই আমরা সাধু আন্তনীর নামে একত্রিত হই আমাদেরকে কত সুন্দর দেখা যায়। অন্তরে-বাহিরে, বিশ্বাস ও ভক্তিতে একত্রিত হয়ে আমরা সাধু আন্তনীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করে থাকি। আমরা সকলেই কিন্তু সাধু আন্তনীর ভক্ত। সুন্দর তাই আমাদের অন্তরের বিশ্বাস, সুন্দর তাই আমাদের অন্তরের ভক্তি। সাধু আন্তনীর পর্ব পালন করতে গিয়ে ঈশ্বর আমাদেরকে সুযোগ করে দেন আমরা সবাই মিলে যেন একই বিশ্বাস, একই ভক্তিতে আমাদের জীবনের সৌন্দর্য প্রার্থনার মধ্যদিয়ে প্রকাশ করতে পারি।

আমরা ভালো করেই বুঝতে পারি যে, কাথলিক মণ্ডলীতে যে সমস্ত মান্যবর মহান সাধু-সাধ্বীগণ রয়েছেন সাধু আন্তনী হলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাঁকে বলা হয় হারানো জিনিস এবং চুরি হয়ে যাওয়া কোন কিছু ফিরে পাওয়ার প্রতিপালক। সাধু আন্তনী ছিলেন একজন সাহসী, কর্মচঞ্চল ও শক্তিশালী ফ্রান্সিসকান প্রচারক ও ধর্মশিক্ষক। তাঁর মূর্তিটা এভাবে করা হয়েছে– ডান হাতে বাইবেলসহ শিশু যিশুকে ধরে আছেন এবং বাম হাতে লিলি ফুল। সাধু আন্তনীর কাছে মানত করে অনেকেই ফল পান। এজন্যে আমরা দেখে থাকি তাঁর পর্বোৎসবে গরীবদের মাঝে আশীর্বাদিত রুটি বিস্কুট বিলানো হয়ে থাকে।

একজন খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবন ঠিক যেমনটি হওয়া উচিৎ সাধু আন্তনীর জীবনটা কিন্তু ঠিক তেমনি ছিল। জীবনের উত্থান-পতনে সাধু আন্তনী ছিলেন ধীর, স্থির, অবিচল ও সাহসী। তিনি মনে করতেন তাঁর জীবনাহ্বানই হলো মানুষকে ভালবাসা, মানুষকে ক্ষমা করা। অন্যের প্রয়োজনে তিনি ছিলেন খুবই সহানুভূতিশীল। তাঁর জীবনে ছোট-বড় যে সমস্যা-সংকটগুলো এসেছে দৃঢ় চিত্তে সেগুলো মোকাবিলা করেছেন। ঈশ্বরের উপর তাঁর ছিল পুরোপুরি নির্ভরতা ও ভরসা। জগতের সকল মানুষই তাঁকে ভালোবাসেন এবং সকল মানুষের সকল প্রয়োজনে তিনি সাড়া দেন। ঈশ্বরের কাছে তাঁর যাচ্নাকারী ক্ষমতা সত্যিই বিস্ময়কর।

আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের জন্মের ১৩ বৎসর পর অর্থাৎ ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের লিসবনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মাতা দীক্ষাস্নানের সময় নাম রাখেন ফার্দিনান্দ। তাঁর পিতার নাম মার্টিন এবং মাতা মেরী বলহোম। তাঁরা ছিলেন একটি ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত।

পনের বৎসর বয়সে তিনি সাধু আগষ্টিনের যাজক সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন এবং আশ্রমিক জীবন শুরু করেন। আগষ্টিনিয়ান মঠটি তাঁদের বাড়ীর কাছে হওয়ায় পরিবারের লোকজন, বন্ধু-বান্ধব ঘন ঘন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন এবং নানান বিষয়ে বিশেষত রাজনৈতিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। এতে তাঁর পড়াশুনা ও প্রার্থনায় অনেক বিঘ্ন হতো এবং তিনি বিরক্তও হতেন ও অশান্তিতে ভুগতেন। দুই বৎসর পর তাঁর অনুরোধে তাঁকে কোয়িমব্রারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি নয় বৎসর ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশুনা করার পর মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে যাজক পদে অভিষিক্ত হন।

এসময় পাঁচ জন ফ্রান্সিসকান ধর্মশহীদের মৃতদেহ যখন মরক্কো থেকে তাঁদের শহরে আনা হয় তা দেখে যুবক ফাদার ফার্দিনান্দের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। মরক্কোর সিভিল্লিতে মসজিদের কাছে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে নিষ্ঠুর নির্যাতনে তাঁদেরকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। তাঁদের মরদেহগুলি সমারোহপূর্ণ শোভাযাত্রা করে শহর দিয়ে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা দেখে তিনি আনন্দে ও বিপুল উৎসাহে মুহূর্তের মধ্যে ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাস সংঘে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কোয়িমব্রারার ছোট ফ্রান্সিসকান আশ্রমে গিয়ে তিনি আশ্রম গুরুকে বললেন, "ব্রাদার, আমি খুব খুশি মনে তোমাদের সন্ন্যাস সংঘের পোষাক গ্রহণ করতে আগ্রহী। তবে তোমাদেরকে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, যত দ্রুত সম্ভব তোমরা আমাকে সেরাসিন দ্বীপে মুসলিমদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করতে পাঠাবে যেন সেখানে আমি পবিত্র ধর্মশহীদের মুকুট মাথায় পরিধান করতে পারি।" আগষ্টিনিয়ান সন্ন্যাস সংঘ প্রধানও তাঁকে ফ্রান্সিসকান সংঘে যোগদানের অনুমতি প্রদান করেন। ফ্রান্সিসকান সংঘের পোষাক গ্রহণ করে তিনি আন্তনী নাম গ্রহণ করেন।

প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁকে মরক্কো যাবার অনুমতি দেওয়া হয় যেন সেখানে গিয়ে তিনি মুসলিমদের কাছে খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করতে পারেন এবং ধর্মশহীদ হতে পারেন। কিন্তু হয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অন্যরকম ছিল। তাই মরক্কো পর্যন্ত তিনি যেতে পারেন নি। রাস্তায় তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কয়েক মাস পর তাঁকে ফিরে আসতে হয়। তাঁদের জাহাজ মেডেটেরিয়ান সমুদ্রের কাছে ঝড়ের কবলেও পড়ে। তাঁরা সিসিল সমুদ্র তীরে এসে পৌছান। মেসিনার কাছে মঠের সন্ন্যাসীগণ, যদিও তারা তাঁকে চিনতেন না তাঁর সেবা-যত্ন শুরু করেন যেন তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠেন। আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের সাথে তাঁর কখনো মুখোমুখি দেখা হয়নি। আসিসিতে তাঁদের সংঘের চ্যাপটার অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ৩০০০ সন্ন্যাসী অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এই বড় মিটিং-এর পর তাঁকে কোন দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। তাঁকে উত্তর ইতালীর মন্তেপাওলোর কাছে একটি মঠে পাঠানো হয়। এখানে তিনি পাহাড়ী বিজনাশ্রমে ধ্যান প্রার্থনায় থেকে যান।

তিনি হয়তো এতোটা পরিচিত হতেন না যদি না তাঁর জীবনে এ ঘটনাটা না ঘটত। একদিন কাছের একটি নগরে একটি যাজকাভিষেক অনুষ্ঠানে তাঁকে ধর্মোপদেশ দিতে অনুরোধ করা হয়। তখন নম্র আন্তনীর গভীর বাইবেল জ্ঞান, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও সুমধুর কথা বলার শক্তি প্রকাশ পায়। তা দেখে তাঁর অধ্যক্ষ তাঁর উপর বিভিন্ন স্থানে গিয়ে উপদেশ ও ধর্মশিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব ভার ন্যস্ত করেন। আন্তনী তখন উত্তর ইতালীর এক স্থান থেকে অন্যস্থানে হেঁটে হেঁটে গির্জায়, বাজারে, পথে-ঘাটে, যেখানেই সুযোগ পান, সেখানেই বাণী প্রচার শুরু করেন। একজন পুরোহিতের জীবনে মানুষ যা দেখতে চান ফাদার আন্তনীর জীবনে সবই ছিল। জীবন-যাপনে তিনি ছিলেন খুবই সাধারণ, সহজ-সরল। মঙ্গলসমাচারের আদর্শে তিনি তাঁর জীবন পরিচালনা করতেন। তাঁর খ্রিস্টীয় জীবনাদর্শ দেখে অনেকেই তাঁর প্রতি আকর্ষিত হতো।

ফাদার আন্তনী বিশেষভাবে উত্তর ইতালী ও ফ্রান্সে ক্লান্তিহীনভাবে কঠোর পরিশ্রম করে প্রচার করেছেন। বলা হয়ে থাকে ৪০০টি ভ্রমণে তিনি বেড়িয়েছিলেন।

আসিসির সাধু ফ্রান্সিস ফাদার আন্তনীর প্রচার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সফলতা দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। তাই তিনি ফাদার আন্তনীকে

লিখেন, তোমার সুন্দর কাজে আমি খুব খুশি। আমি আরো খুশি হব যদি তুমি সন্যাসীদের পবিত্র ঐশতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা দাও যেন তারা পবিত্রতায় ও প্রার্থনায় বৃদ্ধি পেতে পারে এবং সংঘের নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি আরো মনোযোগী হতে পারে।" ফাদার আন্তনী প্রথমে বলনিয়ার আশ্রমে তাঁর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। যার কারণে বলনিয়ার এই আশ্রমটি পরবর্তীতে অনেক খ্যাতি অর্জন করে। তিনি ঐশতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে সবচেয়ে বাইবেলের উপর বেশি জোর দিতেন। শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে গিয়ে তাঁর প্রচার কাজে কোন ব্যত্যয় ঘটত না। ১২২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি উত্তর ইতালীর প্রভিন্সিয়াল নিযুক্ত হন। এতোবড় দায়িত্ব পাওয়া সত্ত্বেও ছোট আশ্রমে ধ্যান প্রার্থনায় তাঁর কোন ঘাটতি ছিল না। ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বয়স যখন ৩৩ বৎসর তিনি পোপ নবম গ্রেগরীর সঙ্গে দেখা করেন। পোপ নবম গ্রেগরী ছিলেন আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বন্ধু ও পরামর্শদাতা। বিখ্যাত প্রচারক ফাদার আন্তনীর উপদেশ শুনে লোকেরা সেই পবিত্র আত্মার অবতরণের দিন সাধু পিতরের বক্তব্যের কথা মনে করতেন।

পাদুয়া শহরটি ফাদার আন্তনীর জন্য আজ এত বিখ্যাত। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী পাদুয়াতে আসে সাধু আন্তনীর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে। পাদুয়া শহরটি ছিল ইতালীর পশ্চিম ভেনিসের অল্প কিছু দূরত্বে। ফাদার আন্তনীর সময়েই এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। সে সময় রাষ্ট্রীয় ও মাণ্ডলিক আইনের উপরে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। পাদুয়া থাকাকালীন মাঝে মধ্যে ফাদার আন্তনী পাদুয়া ত্যাগ করে নির্জন কোন স্থানে চলে যেতেন। তিনি বিশেষভাবে আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের একটি প্রিয় জায়গা লাভেরনায় চলে যেতেন। এখানে সাধু ফ্রান্সিস যিশুর ক্ষত লাভ করেন। এখানে মঠের কাছেই তিনি একটি গ্রোটো নির্মাণ করেন যেখানে তিনি একাকী নির্জনতায় প্রার্থনা করতে পারতেন।

অসুস্থ শরীরের কারণে রোমে জেনারেল চ্যাপ্টারে যোগদান করে তিনি তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চান। চ্যাপ্টার শেষে তিনি পাদুয়াতে আবার ফিরে এসে তাঁর সর্বশেষ ও বিখ্যাত প্রায়শ্চিত্তকালীণ উপদেশ দেন। প্রায় ত্রিশ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। কোনভাবেই গির্জায় জায়গা হচ্ছিল না। যেজন্য তাঁকে উন্মুক্ত মাঠে যেতে হয়েছিল। তাঁর উপদেশ শুনার জন্য সারা রাত মানুষ অপেক্ষা করছিলেন।

ফাদার আন্তনী সব সময়ই খ্রিস্টযাগ ও প্রচার কাজ শেষে উপস্থিত লোকদের পাপস্বীকার শুনতেন। প্রায়শ্চিত্তকালের চল্লিশ দিনই তিনি উপবাস থাকতেন। তারপরও সরাদিন তিনি ক্ষুধা পেটে লোকদের পাপস্বীকার শুনতেন।

১২৩১ খ্রিস্টাব্দের প্রায়শ্চিত্তকালীন সময় কঠিন ত্যাগস্বীকারের কারণে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। পাদুয়ার কাছে একটি ছোট শহরে তিনি যান। কিন্তু সেখানে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন মৃত্যু সন্নিকট। যে পাদুয়া শহরটিকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন সেখানে তিনি ফিরে যেতে চাইলেন। ঠেলা গাড়ীতে যাত্রা পথে তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন। যার কারণে তাঁকে আর্চেল্লায় থামতে হলো। এখান থেকেই সাধু ফ্রান্সিস যেভাবে আসিসি আশীর্বাদ করেছিলেন তিনিও তেমনি পাদুয়াকে আশীর্বাদ করলেন।

আর্চেল্লায় তিনি রোগী লেপন সংস্কার গ্রহণ করেন। উপস্থিত সন্ন্যাসীদের সামনে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে প্রার্থনা করেন। এসময় ফাদার আন্তনী বলেন যে আমি প্রভুকে দেখেছি। এর অল্প কিছুক্ষণ পর তিনি শান্তিতে মারা যান। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৬ বৎসর। ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের যাজক হিসেবে তিনি ছিলেন ১০ বৎসর।

ফাদার আন্তনীর মৃত্যুর পর এবং তাঁর কবরে অনেক আশ্চর্য কাজ হতে থাকে। তাই মৃত্যুর পরের বৎসরই ফাদার আন্তনীর বন্ধু পোপ নবম গ্রেগরী তাঁকে সাধু হিসেবে ঘোষণা দেন। সাধু আন্তনী ছিলেন সহজ, সরল, দীন ও নম্র যাজক যিনি জীবন ভর ভালবাসার সাথে ও ভয়হীনভাবে মঙ্গলসমাচার প্রচার করেছেন। তিনি কঠিন ত্যাগী মানুষ এবং তাঁর মধ্যে অনেক প্রৈরিতিক উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল। তবে প্রধানত তিনি ছিলেন মানুষের সাধু।

তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের অনেক ভক্তি ছিল এবং মৃত্যুর পর তা অনেকগুণ বেড়ে যায়। কেউ অসুস্থ হলে, কোন কিছু হারিয়ে গেলে, চাকুরী না থাকলে, বিপদে পড়লে মানুষ তাঁর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ফল পেয়ে যান। তাঁর সমসাময়িক এক সঙ্গী ফাদার জুলিয়ান তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, "সমুদ্র তাঁর কথা শুনে, জীবনের যে কোন প্রতিবন্ধকতা সরে যায়, দেহের কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হলে তা আবার যুক্ত হয়, কোন কিছু চুরি বা হারিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়, তাঁর মধ্যদিয়ে প্রার্থনা করলে কোন প্রার্থনাই আর অপূর্ণ থাকে না।"

"সাধু আন্তনীর রুটি"– কথাটি আমাদের সবার কাছে খুবই পরিচিত। কারণ তাঁর পর্ব দিনে সবার মাঝে আশীর্বাদিত রুটি বিতরণ করা হয় এবং আন্তনী ভক্তজন তা অনেক ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করে থাকেন। এ বিষয়ে দু'টো ঘটনার উল্লেখ করা যায়। একটি হলো– পাদুয়ার সাধু আন্তনীর মহামন্দিরের সামনে একটি বড় পুকুর ছিল। একবার পুকুরটিতে এক নবজাত শিশু পড়ে যায়। তখন শিশুটির মা কেঁদে কেঁদে সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা করে বলেন, সাধু আন্তনী তুমি যদি আমার শিশুটিকে জীবিত পেতে সাহায্য কর তবে শিশুটির সমান ওজনের রুটি আমি গরীবদের মাঝে বিতরণ করব। ঠিকই এই প্রার্থনার ফলে শিশুটিকে জীবত উদ্ধার করা গিয়েছিল। তুলুনের লুইস নামে একজন দোকানদারের দোকানের তালাটি এমনভাবে লেগে গিয়েছিল কোনভাবে আর খোলা যাচ্ছিল না। সেই শহরের তালা খোলার একজন বিশেষজ্ঞকে আনা হলো। তিনিও পারলেন না। তখন দোকানদার সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা করে তালায় চাবি লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে তালা খুলে গিয়েছিল। দোকানদার কথা মতো সাধু আন্তনীর কাছে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ সবার মাঝে সাধু আন্তনীর নামে রুটি বিতরণ করেছিলেন।

পর্তুগাল, ইতালী ও স্পেনের মানুষ সাধু আন্তনীকে জেলেদের এবং সমুদ্র পথ যাত্রীদের প্রতিপালক হিসেবে মানেন। তারা জাহাজের মাস্তলের চূড়ায় সাধু আন্তনীর মূর্তিটিকে শ্রদ্ধা সহকারে স্থাপন করেন। শুধু মাত্র সমুদ্র পথ যাত্রীদেরই নয় সাধু আন্তনী সকল যাত্রীদেরই যাত্রা পথ নিরাপদ করে থাকেন যদি তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়। সাধু আন্তনী নিজেও সব সময় প্রভু যিশুর শুভ বারতা ঘোষণা করার জন্য এক স্থান থেকে অন্যস্থানে বিচরণ করেছেন। একবার দু'জন ফ্রান্সিসকান সিস্টার কুমারী মারীয়ার তীর্থস্থান পরিদর্শনের জন্য বের হলেন। কিন্তু অচেনা-অজানা রাস্তা হারিয়ে ফেললেন। তখন তারা সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা করেন যেন তিনি পথ দেখান। এসময় হঠাৎ একজন যুবক তাদের সামনে আসেন এবং তাদেরকে কুমারী মারীয়ার তীর্থস্থানে নিয়ে যান। আর একবার ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাদুয়ার ফাদার এরাসটিউস ভিল্লেনী জাহাজে করে আর্মসটাডোম থেকে ইতালী ফিরছিলেন। পথে তাদের জাহাজ ভয়ংকর ঝড়ের কবলে পড়ল। তারা ভাবলো এবার নিশ্চিত তাদের সলিল সমাধি হবে। ফাদার এরাসটিউস সবাইকে সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করলেন। এরপর ফাদার কিছু কাপড়ের টুকরা সমুদ্রে ছুড়ে ফেললেন, যে কাপড়গুলো সাধু আন্তনীর রেলিকে স্পর্শ করা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় থেমে গেল। সমদ্রও শান্ত হয়ে গেল।

এভাবেই বিভিন্ন অলৌকিক কাজ সাধনের মাধ্যমে সাধু আন্তনী হয়ে উঠেছেন অলৌকিক কর্মসাধক। তাঁর প্রচার কাজের ফলে অনেক পথভ্রষ্ট মানুষ সঠিক পথে ফিরে এসেছেন ও মনপরিবর্তন করেছেন। ঐশবাণীর প্রতি তাঁর ছিল অনেক ভালবাসা। প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে তিনি বাণী পাঠ, ধ্যান ও বুঝতে চেষ্টা করতেন এবং বাণীর মর্মার্থগুলি নিজের জীবনে প্রয়োগ করতেন। মাতা মণ্ডলী আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন আমরা যেন সাধু আন্তনীকে অনুসরণ করি॥

জীবন ও প্রকৃতি

ইভেট মিথিলা নাথানিয়েল

ভালোবাসার অন্য নাম প্রকৃতি। জীবনের অর্থ পরিপূর্ণভাবে বহন করে প্রকৃতি। ভীষণ মন খারাপের দিনে ঝুমঝুম বৃষ্টি আর মৃদু হাওয়া বিষন্ন মনকে সজীব করে তোলে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, চলচ্চিত্র এগুলোর বেশির ভাগ উপাদান প্রকৃতি থেকে নেওয়া হয়। একবার যদি নিজেদের জীবনের দিকে ফিরে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই, প্রকৃতির সবচেয়ে দামী উপহার -গাছ, যা ছাড়া আমরা বাঁচতেই পারি না। অথচ, সেই পরম বন্ধু গাছকেই আমরা নির্বিচারে ধ্বংস করি।

প্রকৃতির প্রেমে বারবার কবি সাহিত্যিকরা পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধ হয়ে বলেছেন "এ কি শ্যামল সুন্দর প্রাণ এসো হে চিত্ররূপময়। কবি জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির প্রেমে পড়ে বলেছেন -'আবার আসিবো ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে-এই বাংলায়"

পল্লীকবি জসীমউদ্দিন বরাবরই প্রকৃতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর লেখনিতে। তিনি বলেছেন -

"আজ আমার মন ত না মানেরে
সোনার চান,
বাতাসে পাতিয়া বুকরে
শুনি আকাশের গান। "

আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন -

"Look deep into nature, and then you will understand everything better"

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বলেছেন -- "The earth has music for those who listen".

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন - "To forget how to dig the earth and to tend the soil is to forget ourselves "

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পরম যত্নে মানুষ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন অন্যান্য সমস্ত কিছু রক্ষণাবেক্ষণ করার। তাই মানুষ হিসেবে আমাদের অন্যতম কর্তব্য প্রকৃতির সমস্ত কিছুর যত্ন নেওয়া। সৃষ্টিকে ভালবাসলে আমরা সৃষ্টির সুন্দর দিকটি উপলব্ধি করতে পারি। সৃষ্টির মধ্যদিয়ে আমরা তখন ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করতে শিখি।

আমাদের জীবনের সাথে প্রকৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও, আমরা প্রকৃতির যত্ন নেওয়া থেকে পিছিয়ে রয়েছি। বরং দিনদিন আমরা প্রকৃতিকে ধ্বংস করছি। প্রতিনিয়ত গাছ কাটছি, মাটিতে ময়লা ফেলছি, পানি দূষিত করছি, বায়ু দূষিত করছি, আরো কত কি! ধরিত্রী ধ্বংসের খেলায় যেন মেতে উঠেছি নিত্যদিন। ফলস্বরূপ, প্রকৃতিও আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। বর্ষাকালে বৃষ্টি হচ্ছে না, বৈষিক উষ্ণায়ণ দিনদিন বেড়েই চলেছে।

৫ জুন **'বিশ্ব পরিবেশ দিবস'**কে কেন্দ্র করে নানা ধরনের কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি, বেসরকারি, ব্যাক্তিগত উদ্যোগে অনেকেই পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসছে। একজন খ্রিস্টভক্ত হিসেবে পরিবেশের যত্ন নেওয়া আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। তাই ৫ জুন **'বিশ্ব পরিবেশ দিবসে'** আজ আমরা শপথ করি যে, আমরা প্রকৃতির যত্ন নিয়ে এক সুন্দর বিশ্ব গড়ে তুলবো॥

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD

তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ"** - এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জুন মাস আর্থিক বৎসরের শেষ মাস বিধায় আগামী ২৫ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার এর মধ্যে যাবতীয় লেনদেন সম্পন্ন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

ধন্যবাদান্তে

(বাদল বি. সিমসাং)
পরিচালক, অর্থ ও প্রশাসন
ব্যবস্থাপনা কমিটি, দি এমসিসিএইচএস লিঃ

বিজ্ঞ/১৭৩/২২

কৈ মাছের পাঁচ-পদ এবং পাঁচ মাতব্বরের গল্প

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

গ্রামের নাম সুজলপুর। একদা তীক্ষ্ণ এবং কুট-বুদ্ধির অধিকারী নিবারণ মাষ্টার ছিলেন এ গ্রামের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। গ্রামে নিবারণ মাষ্টারের কথাই ছিলো শেষ কথা। মাষ্টার গত হয়েছেন দু'বছর হলো। নিবারণ মাষ্টারের যে কোন অপ-কর্মে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে সমর্থন যোগাতো তার পাঁচ সাগরেদ। অবশ্য এ পাঁচ সাগরেদ নিজেরাও অপকর্ম কম করেননি। মাষ্টারের এক নম্বর সাগরেদ বলাই মাতব্বরের বিরুদ্ধে একাধিক নারী-কেলেংকারী, তনু মাতব্বরের বিরুদ্ধে স্কুল বিল্ডিং নির্মাণ-কাজে অর্থ-তছরূপ, জনু মাতব্বরের বিরুদ্ধে স্থানীয় কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের অর্থ-তছরূপ, দানু মাতব্বরের বিরুদ্ধে ভাইয়ের জমি দখল করে ঘর-নির্মাণ এবং কাঙ্গাল মাতব্বরের বিরুদ্ধে একই পাড়ার কুয়েত প্রবাসী নিখিলের স্ত্রীর নামে পাঠানো টাকা মেরে দেওয়ার অভিযোগ আছে। এদের এসব অপকর্মে বিনা-বাক্য ব্যয়ে সমর্থন যোগাতো নিবারণ মাষ্টার।

নিবারণ মাষ্টারের একমাত্র ভাতিজা তমাল। সজ্জন, সুশিক্ষিত, সৎ এবং সমাজ-দরদী তমালকে গ্রামের মানুষ শ্রদ্ধা করে কিনা এ নিয়ে তমালের মনে ব্যাপক সন্দেহ! কারণ গ্রামের বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তমাল প্রায়শঃ শিক্ষার গুরুত্ব, মাদকের ক্ষতিকর দিক, সততা এবং নৈতিকতা বিষয়ে বাস্তব উদাহরণসহ বক্তব্য উপস্থাপন করে। ঘরোয়া এবং ব্যক্তিগত আলাপ-চারিতায়ও এসব বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করে তমাল। কিন্তু তমালের কথা কেউ মেনে চলার চেষ্টা করে বলে তো মনে হয় না। শ্রদ্ধা থাকলে ও'র কথাগুলো গ্রামের সকলে না হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ মেনে চলার চেষ্টা করতো। তমাল অবাক হয়ে লক্ষ্য করে গ্রামে মাদকের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ হ্রাস পাচ্ছে বিপদজনক মাত্রায়। কিভাবে সহজে এবং কম সময়ে অর্থ-বিত্তের মালিক হওয়া যায় সবার মধ্যে এ নিয়ে চলছে অশুভ প্রতিযোগিতা।

তমাল বেশ বুঝতে পারে সময় পাল্টে গেছে। সৎ, শিক্ষিত, মাদকমুক্ত সমাজ এ কথাগুলো এখন সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং পেশীর জোরে সমাজ পরিচালিত হচ্ছে। কোন এক-সময় পাঠ্যবই পড়তে হয় বলে পড়েছিলো তারপর আর কোনদিন একটি বইও পড়েনি এমন অল্প-শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তিরা বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ চেয়ারগুলো দখলে রেখেছে। দৃশ্যমান কোন আয়ের উৎস না থাকা সত্ত্বেও এ'রা কোন এক আশ্চর্য্য যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় বিপুল অর্থের মালিক হচ্ছে এবং জৌলুসপূর্ণ জীবন-যাপন করছে। এদেরকেই বর্তমান সমাজ সফল মানুষ এবং কৃতি-সন্তান হিসাবে বিবেচনা করছে। এহেন অবস্থার কারণে নতুন প্রজন্মের নিকট সাফল্যের সংজ্ঞা ভুলভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। নতুন প্রজন্ম ভাবছে লেখা-পড়া না করে অথবা অল্প লেখা-পড়া করেই তো চেয়ারের দখল পাওয়া যায়, অর্থ-বিত্তের মালিক হওয়া যায়, জৌলুসপূর্ণ জীবন-যাপন করা যায়, যখন তখন সম্মানিত হওয়া যায়। তাহলে পড়াশুনা করা কি দরকার?

গ্রামের বাড়িতে প্রথম দিনটি ভালভাবেই অতিবাহিত হয়েছে তমালদের। দুষণমুক্ত নির্মল বায়ুতে ভরপুর সবুজে ঘেরা গ্রামীণ পরিবেশ স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা বেশ উপভোগ করছে। তমাল পরিবার নিয়ে শহরে থাকে। চাকুরী এবং অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পরিবারসহ গ্রামের বাড়িতে তেমন একটা আসা হয় না। এবার ঈদের ছুটিতে সে পরিবারসহ গ্রামের বাড়িতে এসেছে । বেশ কয়েকদিন থাকার ইচ্ছা।

দ্বিতীয় দিন সকালে এক পশলা বৃষ্টি গ্রামীণ পরিবেশকে বেশ মনোরম এবং আরামদায়ক করে তুলেছে। রঙ্গিন সামিয়ানায় তমালদের উঠোন রঙিন হয়ে উঠেছে। উঠোনের মাঝখানে বড় একটি টেবিল সাজানো হয়েছে। টেবিলে ভাত, বিভিন্ন সব্জি এবং কৈ মাছের চার-পদের তরকারী পরিবেশন করা হয়েছে। খাবার সামনে নিয়ে বসে আছে প্রয়াত নিবারণ মাষ্টারের সাগরেদ পাঁচ মাতব্বর। তমালের নিমন্ত্রণে পাঁচ মাতব্বর তমালদের বাড়িতে এসেছে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নিতে।

টেবিলে সাজানো খাবার দেখে মাতব্বরদের তর সইছে না। নিবারণ মাষ্টারের মৃত্যুর পর বলাই মাতব্বর বর্তমানে মাতব্বরদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। বলাই মাতব্বর তমালকে উদ্দেশ্য করে বলে-তমাল, খাবার সামনে নিয়ে বসে থাকাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। খাবার গরম গরম খাওয়াই ভাল, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খাবারে মজা থাকে না।

তমাল বলে- ঠিক বলেছেন কাকা। কৈ মাছের চার-পদ পরিবেশন করা হয়েছে। আর এক-পদ রান্না শেষ পর্যায়ে। ঐ পদটি পরিবেশন করা হলেই আমরা খাওয়া শুরু করবো। আপনাদের উদ্দেশে আমার কিছু কথা আছে। খাওয়া শেষে হলে আমি কথাগুলো বলবো।

- ঠিক আছে তমাল, খাওয়া শেষ হলে আমরা তোমার কথা শুনবো।

খাওয়া শেষ করে আয়েশ করে বসে পান চিবোতে চিবোতে বলাই মাষ্টার বলে- তমাল, রান্না খুব ভাল হয়েছে। কৈ মাছের প্রতিটি পদের রান্নাই চমৎকার হয়েছে। আজকাল নিমন্ত্রণ করে সকলে পোলাও-বিরিয়ানী-মাংস খাওয়ায়। তোমার বাড়ির ভিন্ন-রকম আয়োজন সত্যিই আমাদের চম্‌কে দিয়েছে। অনেকদিন পর তৃপ্তিসহকারে কৈ মাছ খেলাম। এবার তোমার কথাগুলো বলো। আমাদের তাড়া আছে। পশ্চিমের বিলের একটি জমি নিয়ে টমাস আর সরোজের মধ্যে সমস্যা হয়েছে। সমস্যাটি সমাধানের জন্য সালিশের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা না গেল সালিশ শুরু হবে না।

হ্যাঁ কাকা, একটু ধৈর্য্য ধরে বসুন। আমি সংক্ষেপে আমার কথাগুলো বলছি। তমাল বলা শুরু করে-

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, চরম দারিদ্রের সাথে লড়াই করতে করতে আমরা ভাই-বোনেরা বড় হয়েছি। তিন বেলা মোটা চাউলের ভাত তো দূরের কথা, লাল মোটা আটার রুটিও জুটতো না আমাদের। নিতান্ত সৌভাগ্যবশতঃ বছরে একবার কিংবা দু'বার আমাদের পরিবারে মাছ বা মাংস রান্না হতো।

তখন আমি ৫ম শ্রেণিতে পড়ি। আমার ছোট বোন পড়তো তৃতীয় শ্রেণিতে। স্কুলে শীতকালীন ছুটি চলছিলো। একদিন সকালে আমি আর আমার ছোট বোন উত্তরের বিলে অবস্থিত আমাদের জমির কচুরি-পানা-শেওলা পরিস্কার করতে গিয়েছিলাম। বাবার সাথে কৃষি-কাজে সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করা আমাদের জন্য স্বাভাবিক ঘটনা ছিলো। কচুরী-পানা-শেওলা পরিস্কার করতে গিয়ে আমরা সৌভাগ্যক্রমে বেশ কয়েকটি কৈ মাছ ধরতে পারি। কৈ মাছ ধরার আনন্দে আত্ম-হারা হয়ে আমরা জমি পরিস্কারের কাজ অসমাপ্ত রেখে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিই। বাড়ির কাছাকাছি আসার পর নিবারণ জ্যাঠার সাথে আমাদের দেখা হয়। জ্যাঠা আমাদের জিজ্ঞেস করে- মাছ কোথায় পেলি?

আমরা বলি- জমি পরিস্কার করার সময় মাছগুলো পেয়েছি।

জ্যাঠা বলে- এ মাছ তোরা নিতে পারবি না, এ মাছ আমার। কারণ তোদের জমির পাশে আমার যে 'ডোবা' আছে সে 'ডোবা' থেকে তোদের জমিতে এ মাছগুলো গিয়েছে।

কথাগুলো বলতে বলতে আমাদের কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে জ্যাঠা ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে মাছের হাড়িটি ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত গতিতে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। আমরা কাঁদতে কাঁদতে জ্যাঠার পিছনে পিছনে জ্যাঠার বাড়ি পর্যন্ত যাই। জ্যাঠার কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, সোজা বাড়িতে গিয়ে জ্যাঠিমার হাতে মাছের হাড়িটি দিয়ে মাছগুলো কাঁটতে বলে। আমরা জ্যাঠিমার নিকট অনেক কাকুতি-মিনতি করি, নিদেনপক্ষে দু'একটি মাছ পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায়। জ্যাঠার সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার সাহস জ্যাঠিমার কোনদিনই ছিলো না। জ্যাঠিমা মাথা নীচু করে মাছ কাঁটতে থাকে। আমরা আশাহত দু'ভাই-বোন দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরে আসি।

অনেকগুলো মাছ, কেঁটে রান্না করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। জ্যাঠা রাতে খাওয়ার জন্য আপনাদেরকে নিমন্ত্রণ করে। ছোট দু'টো ছেলে-মেয়ের নিকট থেকে ছিনতাই করা কৈ মাছের তরকারী দিয়ে ভাত খেতে খেতে আপনাদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, হাসি এবং রান্নার প্রশংসা আমরা পাশের বাড়ি থেকে শুনতে পাই। মাছগুলো হস্তগত করার অপ-কৌশলের কথা শুনে জ্যাঠাকে করা আপনাদের প্রশংসাসূচক বাক্যগুলোও আমরা স্পষ্ট শুনতে পাই। পাশের বাড়িতে মায়ের পাশে বসে থাকা দু'টো শিশুর ছোট্ট হৃদয়ের করুণ অবস্থা বোঝার মতো অবস্থা বা ইচ্ছা আপনাদের কারও ছিলো না। অন্যায় করা এবং অন্যায়কে সমর্থন করতে ভাল কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা আপনাদের লোপ পেয়েছিল। জবাবদিহিবিহীন অসীম ক্ষমতা আপনাদের অন্ধ করে রেখেছিলো।

আজ যদি আমার জ্যাঠা নিবারণ মাষ্টার জীবিত থাকতো, তাকেও আমি অদ্যকার এ কৈ মাছের ভোজে নিমন্ত্রণ করতাম। কারণ আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বড় হয়ে আমি আপনাদের কৈ মাছ খাওয়াবো; এবং আপনারা কৈ মাছের তরকারী দিয়ে ভাত খাচ্ছেন এ দৃশ্য, ছোট বেলায় আমাদের নিকট থেকে মাছ কেড়ে নেয়ার ঘটনা এবং দু'টো ছোট ছেলে-মেয়ের হৃদয়ে নিদারুণ কষ্টে সৃষ্ট ক্ষতের কথা আমি গ্রামবাসী তথা সাধারণ জনগণকে জানাবো।

আজ আমাদের বাড়িতে আপনাদের তৃপ্তিসহকারে খাওয়ার দৃশ্যসহ সকল কথা-বার্তা সরাসরি ফেইসবুকে প্রচার করা হচ্ছে। দেখুন, কত মানুষ আপনাদের ধিক্কার দিচ্ছে। অনেকে আমাদের বাড়ির দিকে রওয়ানা দিয়েছে আপনাদের দেখার জন্য, আপনাদের সাথে সরাসরি কথা বলার জন্য। দয়া করে আপনারা খানিকটা সময় অপেক্ষা করুন। জীবনে তো অনেক অন্যায় করেছেন, অনেক অন্যায়কে সমর্থন করেছেন। আজ আপনাদের জবাবদিহি করার পালা। যতক্ষণ না আপনাদের সাথে গ্রামবাসীর বোঝা-পড়া শেষ হবে ততক্ষণ আজকের এ ঘটনা সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। অন্যায় করে এবং অন্যায় সমর্থন করে যে বর্তমান জমানায় পার পাওয়া যায় না তা আপনাদের মতো লোকদের জানা দরকার।

তমালের কথা বলার এক পর্যায়ে প্রচুর লোকজনের কোলাহল শোনা যায়। কোলাহলটি তমালদের বাড়ির দিকেই আসছে। কোলাহলের মধ্যে কারা যেন গান গাইছে- "বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা, আজ জেগেছে এই জনতা, এই জনতা।"

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মুক্তিযুদ্ধ মানেই আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা- জয় বঙ্গবন্ধু এর মূলমন্ত্র। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। এ যুদ্ধ শুধু ৯ মাসের যুদ্ধের ফসল নয়। এ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল বাহান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে। বাঙালিকে পাকিস্তানী শোষক বাহিনী দাবিয়ে রাখতে পারে নাই। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ রাতেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় আমাদের ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ৩০ লক্ষ শহীদের তাজা রক্ত, ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীনতা।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

সবচেয়ে প্রধান কাজটি করে গেছেন। ইন্দিরা গান্ধী সারা বিশ্বকে জানিয়েছেন যে বাংলাদেশ ন্যায্য শাসনের জন্য যুদ্ধ করছে। সরাসরি যুদ্ধে ভারতের সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ করতে আদেশ করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ জয় করেছে, সৃষ্টি হয়েছে একটি নতুন স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ। এক কোটি শরণার্থীদের আশ্রয় ও খাবার দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসারগণ।

মুক্তি যুদ্ধ হয়েছে এক অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায় সকলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, বীরের মত যুদ্ধ করেছে ও প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, ধর্ম নিয়ে দেশে আর কোন বিরোধ হবে না। সবাই সমান সুযোগ পাবে, সকলেই সম্মানের সাথে দেশ গঠনে কাজ করবে। বাংলাদেশ হবে বৈষম্যমুক্ত, অন্যায়, অবিচার ও শোষণমুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক স্বাধীন দেশ। এটাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এটাই হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি।

৯ ডিসেম্বর যশোর সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হয়। শহরে আওয়ামীলীগের আয়োজিত জন সভায় স্বাধীন বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শত্রুমুক্ত স্বাধীন দেশে বলেন, তার সরকার বাংলাদেশের চারটি রাজনৈতিক দলকে বে-আইনি ঘোষণা করেছে। দল চারটি হল মুসলীমলীগ, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহম্মদ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

১। বাংলাদেশ সরকার ওয়ার ট্রাইবুনেল গঠন করে নরহত্যা, লুণ্ঠণ, গৃহদাহ ও নারী নির্যাতনের অভিযোগে যুদ্ধ বন্দীদের বিচার করবে।

২। ফেলে যাওয়া জমি ও দোকান ২৫ মার্চের আগের মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

৩। যে কোন ধর্মের যেকোন নাগরিকের ধর্ম পালনে বাঁধা সৃষ্টি করলে কঠোর সাজা দেয়া হবে।

যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী দাড়াতেই পারে নাই। তারা পালিয়ে যায় নয়ত, দেশের বিভিন্ন স্থানে আত্মসমর্পণ করতে থাকে। অবশেষে ভারতীয় সেনা প্রধানের নির্দেশে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী ফৌজ নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে।

(সহায়ক: দ্যা সানডে টেলিগ্রাম, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭১)॥

একটি চারাগাছ ও পাখির গল্প

ব্রাদার শিমিয়ন রংখেং সিএসসি

একটি ছোট্ট চারাগাছ। একটি পাখি এসে সেই চারাগাছটিকে প্রায়ই এসে জিজ্ঞেস করতো "ও চারাগাছ, চারাগাছ তুমি কখন বড় হবে?" আর চারগাছটি বলতো "কেন?" উত্তরে পাখিটি বলতো "তুমি বড় হলে তোমার ডালে আমি বাসা বাঁধবো।" এভাবে প্রায়ই তাদের দুজনের দেখা হতো আর একইভাবে তাদের কথোপকথন হতো, "ও চারাগাছ, চারাগাছ তুমি কখন বড় হবে? তুমি বড় হলে তোমার ডালে আমি বাসা বাঁধবো।" এভাবে অনেক দিন, মাস ও বছর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন পাখিটি সেই চারাগাছের খোঁজে ফিরে আসলো। কিন্তু পাখিটি সেই চারাগাছটির খোঁজ পাচ্ছিলনা। কারণ সেখানে সে আরো অনেক বড় বড় গাছ দেখতে পেল। কোন কোন গাছের পাতা নেই,ডাল নেই আবার কোন কোন গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে। পাখিটি প্রত্যেক গাছে গাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো "ও চারাগাছ, চারাগাছ তুমি বড় হয়েছো? আমি আসছি তোমার ডালে বাসা বাঁধবো।" কোন গাছ-ই তার উত্তর দিতে পারলোনা। পাখিটির মন খারাপ হয়ে গেল। পাখিটি ক্লান্ত হয়ে, মন খারাপ করে একটি আধা শুকনা গাছের ডালে বসলো। সেই আধা শুকনা গাছটি বললো "তুমি আসছো?" পাখিটি সেই পুরনো কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো। গাছটি পাখিটিকে বললো "দেখ আমি আজ শুকিয়ে গেছি, খুব তাড়াতাড়ি হয়তো মারা যাবো আর তুমিও আমার ডালে বাসা বাঁধতে পারবেনা। আমার ডালে অনেক ফল ধরেছিল কিন্তু মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীগুলো খেয়ে শেষ করে ফেলেছে, কিন্তু আমি তোমার জন্য একটা ভালো ফল লুকিয়ে রেখেছি। এই নাও বলে গাছটি তার লুকিয়ে রাখা ফল পাখিটিকে দিল আর বললো "ফল খেয়ে বীজগুলো নষ্ট করে দিওনা, সেগুলো তুমি যত্ন করে রেখে দিও আর কোথাও বহুদুরে উড়ে যাবার সময় রাস্তার পাশের উর্বর ফাঁকা জমিতে ফেলে যেও। আবার কোনদিন তুমি যদি ফিরে আসো, দেখবে আসছে বর্ষাকালে বীজগুলো থেকে নতুন চারাগাছ জন্ম নিয়েছে, পরে তুমি ও তোমার বংশধরেরাই সেখানে খুশিমনে বাসা বাঁধতে পারবে।"

আমাদের বন্ধুদের জন্য কিংবা কোন সম্পর্কের জন্য এমন আত্মত্যাগ প্রয়োজন। আমাদের সবার জীবন এমনই হওয়া উচিত, যেন কারো জীবনের আশার আলো কিংবা কারো বেঁচে থাকার কারণ আমি হই॥

মাকে ভালোবাসি

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

ওগো মা,
তুমি বিশাল খোলা আকাশের চেয়েও
অনেক বিশাল মনের মানুষ, তুমি
বিস্তৃত বিলের
প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের চেয়েও
অনেক অনেক সুন্দর
তোমার আদর ভালোবাসা
প্রশান্ত মহাসাগরের চেয়েও
অনেক অনেক গভীর।।

মাগো,
তোমার নিঃস্বার্থ ত্যাগ সেবা
হিমালয়ের চেয়েও অনেক উচ্চতায় বেষ্টিত
তোমার ভালোবাসাময় ঐ দুটি চোখ
সকল অরণ্যরাজির চেয়ে
অনেক চিরসবুজ।।

ওগো মা,
তুমিই আমার প্রথম নিঃশ্বাস
প্রথম স্পর্শ, প্রথম ভালোলাগা
প্রথম ভালোবাসা, প্রথম বন্ধু
প্রথম শাসন, প্রথম সোহাগ
তুমি আছো বলেই আমি আছি
পৃথিবীতে
মা, তোমাকে সত্যি আমি
ভীষণ ভালোবাসি।।

দণ্ড

বনবিথির কবি

না, আর কাঁদাসনে আমায়
মারিসনে আর
ঘৃণ্য আস্তরণ আছে যত ঢেলে দে
আমায় ডুবিয়ে দেয়া
যন্ত্রণার ভার
নিতে আর পারিনে।
পিতা-মাতা দেবতুল্য
ভুল যত তা আমারই
আমার দোষে নয় দোষী তারা
রুক্ষবাক্য নাশ করে
করে যা ক্ষমা
প্রত্যাশার আড়ালে আমি যে দোষী।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্র নং : সিসিসিইউএল/সেক্রেটারি/২০২২/০১/৩৭৩ তারিখ : ০৬ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

২০২২-এর জুন মাসের কালেকশন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা"-এর সম্মানিত সকল সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, জুন মাস আর্থিক বছরের শেষ মাস বিধায় সমিতির প্রধান কার্যালয়সহ সকল সেবাকেন্দ্র ও কালেকশন বুথসমূহ : ২৮ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার পর্যন্ত কালেকশন কার্যক্রম পরিচালিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অতএব, সম্মানিত সকল সদস্যদের উল্লিখিত তারিখ ও দিনের মধ্যে সকল প্রকার লেনদেন সম্পন্ন করার জন্যে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

উল্লিখিত বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা।

অনুলিপি :
০১। প্রেসিডেন্ট/ভাইস-প্রেসিডেন্ট/ট্রেজারার/চেয়ারম্যান-ক্রেডিট ও সুপারভাইজরি কমিটি
০২। সিইও/এডিশনাল সিইওদ্বয়/চিফ অফিসারবৃন্দ/সকল সেবাকেন্দ্র ও ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার/ইনচার্জ/নির্বাহী সম্পাদক-সমবার্তা
০৩। **নোটিশ বোর্ড** – প্রধান কার্যালয় ও সেবাকেন্দ্র এবং কালেকশন বুথসমূহ/ওয়েব-সাইট।

সূত্র নং : সিসিসিইউএল/সেক্রেটারি/২০২২/০১/৩৪২ তারিখ : ২৩ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল আইডি সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর সম্মানিত সদস্যদের সমিতি কর্তৃক সরবরাহকৃত Information Update Form for Online Services পূরণ করে মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল আইডি হালনাগাদ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। ইতোমধ্যে যে সকল সদস্য উক্ত ফরম পূরণ করে মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল আইডি হালনাগাদ করেছেন তারা পরবর্তীতে একই ফরম পূরণ করে হালনাগাদ করার পূর্ব পর্যন্ত ঘোষিত মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল আইডি'ই যোগাযোগের নাম্বার হিসেবে বিবেচিত হবে।
এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা।

অনুলিপি :
০১। প্রেসিডেন্ট/ভাইস-প্রেসিডেন্ট/ট্রেজারার/চেয়ারম্যান-ক্রেডিট ও সুপারভাইজরি কমিটি
০২। সিইও/এডিশনাল সিইওদ্বয়/চিফ অফিসারবৃন্দ/সকল সেবা কেন্দ্র ও ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার/সিনিয়র অফিসার/ইনচার্জ
০৩। **নোটিশ বোর্ড** – প্রধান কার্যালয় ও সেবাকেন্দ্র এবং কালেকশন বুথসমূহ।

বিজ্ঞ/১৭১/২২

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

ওন্দোর কাথলিক গির্জায় আক্রমনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পোপ মহোদয়ের বিশেষ প্রার্থনা

পঞ্চাশত্তমী রবিবারে নাইজেরিয়ার ওন্দো ডায়োসিসে এক অতর্কিক নারকীয় হামলায় ৫০জন খ্রিস্টবিশ্বাসীর নিহত হবার ঘটনায় পোপ ফ্রান্সিস মর্মাহত হয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে তাঁর আধ্যাত্মিক একাত্মতা প্রকাশ করে শোকবার্তা প্রেরণ করেছেন। ওন্দোর বিশপ জুড আরোগুনদাদেকে উদ্দেশ্য করে কার্ডিনাল পিয়েত্ত পারোলিন স্বাক্ষরিত পত্রে বলা হয়, এই অবর্ণনীয় সহিংসতার সময় পোপ মহোদয় আপনার ও আপনার ডায়োসিসের সাথে আছেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ভালোবাসায় মৃত সকলের আত্মাকে সমর্পণ করি। যারা আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং প্রিয়জন হারানোর মর্মযন্ত্রণায় আছেন তাদের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি। একইসাথে দুষ্কৃতিকারী এইসকল অবিবেচক ব্যক্তিদের মন-পরিবর্তনের জন্যও প্রার্থনা করেন তিনি।

নাইজেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ওন্দো রাজ্যের ওন্দো ডায়োসিসের সেন্ট জেভিয়ার্স চার্চে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে মোট ৫০জন নিহত হয়েছেন; যাদের মধ্যে বেশ কিছু শিশুও ছিল। গির্জায় উপাসকেরা জড়ো হবার পরপরই এ হামলা চালায় বন্দুকধারীরা। নাইজেরিয়ার সবচেয়ে বড় শহর লাগোসের ৩৪৫ কিলোমিটার পূর্বে উয়ো এলাকার অবস্থান। এখানেই সেন্ট জেভিয়ার্স চার্চ অবস্থিত, যেখানে সন্ত্রাসীরা বন্দুকের ফাঁকা গুলি ছুড়তে থাকে এবং সঙ্গে থাকা বিস্ফোরকগুলো বিস্ফোরিত করে। উয়োর হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেছেন, শহরের ফেডারেল মেডিকেল সেন্টার ও সেন্ট লুই কাথলিক হাসপাতালে কমপক্ষে ৫০টি মরদেহ পাঠানো হয়েছে।

ওন্দোর গভর্নর রোতিমি আকেরেদোলু বলেন, 'আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত। জনগণের শত্রুরা আমাদের শান্তি-প্রশান্তির ওপর আঘাত হেনেছে।' এক বিবৃতিতে আকেরেদোলু আরও বলেন, 'দুর্বৃত্তদের খুঁজে বের করতে এবং তাদের সাজা নিশ্চিত করতে আমরা সাধ্যমতো সব সক্ষমতা ব্যবহার করব।' তবে রবিবারের সেই হামলার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ দায় স্বীকার করেনি।

নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদু বুহারি গির্জায় উপাসকদের ওপর হামলার ঘটনাকে 'জঘন্য' উল্লেখ করে এর বিরুদ্ধে নিন্দা জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'কেবল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভয়ংকর শত্রুরাই এ ধরনের জঘন্য কাজটি করে থাকতে পারে। যা কিছুই ঘটুক না কেন, শয়তান ও দুষ্ট লোকের কাছে হার মানাটা এ দেশের জন্য উচিত হবে না। অন্ধকার দিয়ে আলোকে দাবিয়ে রাখা যায় না। নাইজেরিয়া ধীরে ধীরে জয় লাভ করবে।'

রাজ্য পুলিশের মুখপাত্র ইবুনকুন ওদুনলামি বলেছেন, মৃত মানুষের সংখ্যা ঠিক কত, তা এখনো পরিষ্কার নয়। তিনি বলেন, 'ঠিক কতজন নিহত হয়েছেন, তা এখনই বলার সময় আসেনি। তবে হামলায় অনেক উপাসনাকারী প্রাণ হারিয়েছেন। অনেকে আহত হয়েছেন।'

হামলার শিকার মানুষের জন্য প্রার্থনা করেছেন ভাটিকানের পোপ ফ্রান্সিস। নিহতদের আত্মার মঙ্গল প্রার্থনার সাথে সাথে ওন্দো ধর্মপ্রদেশের বিশপ ও ভক্তদের জন্য শক্তি যাচ্ঞাও করেন যাতে করে তারা এই কঠিন সময়েও বিশ্বস্ততা ও উৎসাহের সাথে মঙ্গলসমাচারীয় মূল্যবোধে জীবন-যাপন করতে পারেন।

যুদ্ধ মন্দ কাজ কিন্তু বিশ্বাস আমাদেরকে আলিঙ্গণাবদ্ধ রাখে

-খারকিভের বিশপ

ইউক্রেনের ল্যাটিন রীতির খারকিভ -জাপোরিঝিয়া বিশপ পাভলো হনচারুক বলেন, আমার ডায়োসিস ১৯৬,০০০ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত ও বড় যা বর্তমানে অধিকাংশই রাশিয়ার বাহিনী দিয়ে দখলকৃত এবং যেগুলোর অনেকগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ইউক্রেনের ২৫টি অঞ্চলের ৭টি রয়েছে এ ডায়োসিসে। ডায়োসিসের কুরিয়া

রয়েছে খারকিখ এ এবং সহ-ক্যাথিড্রাল রয়েছে জাপোরিঝিয়াতে; যেখানে সহকারী বিশপ জান সাবিও থাকেন। ইউক্রেনের প্রধান দু'টি শহরে বিগ ১০০টিন ধরে অব্যাহতভাবে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। বিশপ বলতে থাকেন, আমাদের পুরোহিতেরা অধিকৃত এলাকায় নেই। যে এলাকাগুলো এখনো দখল করা হয়নি সে এলাকার জনগণের সাথে থাকাই হলো পুরোহিতদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিশন কাজ, জনগণের কাছে পৌছানো এবং তাদের সাথে প্রার্থনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই দুর্বিসহ সময়ে জনগণ চার্চের কাজ থেকে এই সেবা আশা করে।

যে সকলস্থানে যুদ্ধ চলমান সেখানে মানবিক অবস্থা করুণ কারণ যুদ্ধস্থানগুলোতে গিয়ে খাবার ও ঔষধ আনা খুবই বিপদজনক। একজনের জীবন চরম ঝুঁকিপূর্ণ। তাই খুব কম ব্যক্তিই সেখানে যেতে পারে। যুদ্ধ স্থানগুলো থেকে ১০-২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তিরা কিছুটা নিরাপদে থাকেন। শহরে ইতোমধ্যে এখনো কিছু লোক আছে কিন্তু সমস্যা হলো তাদের অনেকেই ঘরবাড়ি হারিয়েছেন। অনেকেই চাকুরিহারা, অনেক ব্যবসা একদম বন্ধ হয়ে গেছে, দোকানপাট ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আরো অনেক কর্মস্থল ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেছে। অনেক মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য রুটি কেনার টাকাও নেই যদিও তাদের কাপড়, জুতা, খাদ্য, ঔষধ ও বাসস্থানের দরকার আছে। বেশকিছু মানবিক সাহায্য সংস্থা ও চার্চ মানুষজনকে সাহায্য সহযোগিতা করছে। তবুও প্রচুর সাহায্য প্রয়োজন। খারকিভ- জাপোরিঝিয়া ডায়োসিস সহায়তার এ কাজগুলো করতে পারছে পোলাণ্ড ও পশ্চিম ইউক্রেন থেকে সাহায্য পাওয়ায়। খাদ্য-ঔষধসহ আরো কিছু প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে ডাইয়োসিয়ান কারিতাসের সহযোগিতায়। অনেক স্বেচ্ছাসেবীরা এগিয়ে আসছেন এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে সাহায্য দিচ্ছেন।

বিশ্বের যুব বিশপদের মধ্যে অন্যতম ৪৪ বছরের বিশপ পাভলো হনচারুক যুদ্ধাক্রান্ত খারকিভের বিশপ। যিনি জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে খারকিভ-জাপোরিঝিয়ার বিশপ নিযুক্ত হন। তার অভিষেকের ২ বছর পর ইউক্রেনে পূর্ণ যুদ্ধ শুরু হয়। বিশপ হবার পূর্বে তার পালকীয় সেবা ছিল মিলিটারীদের চ্যাপলেইন। তিনি জানান, ঐ সময়ের অভিজ্ঞতা তাকে এখন বেশ সহায়তা করছে পালকীয় কাজে এগিয়ে চলতে। যুদ্ধের শুরুর দিকেও তিনি তার দায়িত্বগুলো যথার্থভাবে পালন করার সুযোগ পাচ্ছিলেন। তিনি জানেন, কিভাবে মিলিটারীদের সাথে যোগাযোগ করতে হয় এবং স্ট্রেসের মধ্যেও কাজ করতে হয়। তাকে প্রস্তুত করার জন্য ঈশ্বরের এই বিশেষ অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানান তিনি।

ভীষণ যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে প্রশ্ন আসে, কেন এমনটা হয়, কার ভুল এটি, আমরা কি সত্যিই এতো বড় পাপী, অন্যেরা কি আমাদের মতো পাপী .... তাহলে ঈশ্বর কোথায়? ঈশ্বরের উপর যাদের গভীর বিশ্বাস আছে তারা বুঝতে পারে এসবের রহস্য কি। যখন আমরা মন্দ কিছু করি তখন শয়তান আমাদের জীবনে আসে এবং আমাদের জীবনকে গ্রাস করে নেয়। ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস আমাদেরকে জীবনের যেকোন অবস্থায় সমস্ত কিছু বইবার শক্তি দান করে॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী'র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন

জুবিলী আনন্দের, উৎসবের, আত্মমূল্যায়নের, অনুপ্রেরণার মহোৎসব। ১৯৭১ হতে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ। সুদীর্ঘ ৫০ বছরের অনেক অর্জন, অনেক আনন্দ, অনেক উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে ২৭ মে, রোজ শুক্রবার উদ্‌যাপিত হলো বাংলাদেশ কাথলিক ধর্মপ্রদেশের বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি) এর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। সারা বাংলার আটটি ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত বিশপগণ, ফাদারগণ, সিস্টারগণ, প্রতিনিধিগণ ও আমন্ত্রিত অতিথিগণ সকাল থেকেই ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ সিবিসিবি অফিস প্রাঙ্গণে সমবেত হতে থাকেন। অতিথিগণের সরব কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো চত্বর। সুরেলা গানের সাথে সকালের স্নিগ্ধ মনোরম হাওয়ায় অনেকক্ষণ ধরে চলে পরস্পরের আদান-প্রদান। সে এক বর্নিল আনন্দমেলা। অনুষ্ঠানে এসেছেন বাংলাদেশের প্রথম কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, সিবিসিবি'র প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, সিবিসিবি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও, সিবিসিবি'র সেক্রেটারী জেনারেল ও ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পল পনেন কুবি সিএসি, সিবিসিবি'র সদস্য চট্টগ্রাম আর্চ ডায়োসিসের বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, দিনাজপুরের বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, খুলনার বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী, সিলেটের বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ এবং অবসর প্রাপ্ত বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি। আরও উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য জুয়েল আরেং, এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এবং অনেক ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সকাল ৯ টায় সিবিসিবি'র আম্রকাননে আগত সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন সিবিসিবি জুবিলী উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক ফাদার সুব্রত বি গমেজ। তিনি পরম করুণাময় ঈশ্বরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানান আজকের এই সুন্দর উৎসব মুখর দিনটির জন্য। প্রথমে জাতীয় পতাকা, ভাটিকানের পতাকা ও সিবিসিবি'র পতাকা উত্তোলন করেন মহামান্য কার্ডিনাল, আর্চবিশপ, বিশপগণ ও অতিথি গণ। এ সময় সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। পরে পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। পরপর শান্তির প্রতীক কবুতর ও জুবিলীর শুভেচ্ছা স্বরূপ একগুচ্ছ বেলুন উড়ানো হয়। বহির্ভাগের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হলে সকলে হলরুমে প্রবেশ করেন। সিবিসিবির সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল ফাদার তুষার গমেজের সঞ্চালনায় শুরু হয় অনুষ্ঠান। প্রথমে নীরবতায় ধ্যান মগ্ন হয়ে প্রার্থনা, গান ও শাস্ত্রপাঠে ঈশ্বরের উপস্থিতি কামনা করা হয়।

বিশপগণকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পর "আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে" এই ভক্তিমূলক গানের সাথে প্রদীপ প্রজ্বালন করা হয়। ৫০ বছরের জয়ন্তী উপলক্ষে ৫০টি প্রদীপ প্রজ্বালন করেন মহামান্য কার্ডিনাল, আর্চবিশপ, বিশপগণ ও অন্যান্য অতিথিগণ। সিবিসিবি'র প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই জুবিলী উপলক্ষে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, বিগত ৫০ বছরে সিবিসিবি'র জন্য যারা বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন, বিশপ কনফারেন্স গড়ে তুলেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা ও সম্মান জানান। যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মার কলাণ কামনা করেন। আগামীতে সিবিসিবি আরও গতিশীল ও ফলপ্রসূ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। সিবিসিবি'র ইতিহাস ও পটভূমি এবং বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে এর প্রভাব বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন সিবিসিবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিশপ জের্ভাস রোজারিও। তিনি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন সিবিসিবি'র প্রথম সভাপতি আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি, বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি, আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও, বিশপ মাইকেল অতুল ডি'রোজারিও সিএসসি সহ অন্যান্য বিশপদের। তিনি বলেন, সিবিসিবি'র কর্মযজ্ঞে সম্পৃক্ত রয়েছে অনেক ধর্মসংঘ, সমিতি ও খ্রিস্টভক্তগণ। বিগত সময়ের অর্জনগুলো হলো: সিবিসিবি'র সেক্রেটারিয়েট অফিস স্থাপন, পাস্টোরাল লিডারশিপ গঠন, স্থানীয় মণ্ডলী নবায়ন, সেমিনারী প্রতিষ্ঠা, কোর-কারিতাসসহ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানবসেবা, মানবীয় মূল্যবোধ গঠন ও দক্ষ সৃজনশীল নেতৃত্ব গঠনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ মিলন-সমাজ গঠন।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি। তিনি সিবিসিবি'র পটভূমি এবং অবস্থান পর্যায়ক্রমে নেতৃত্ব

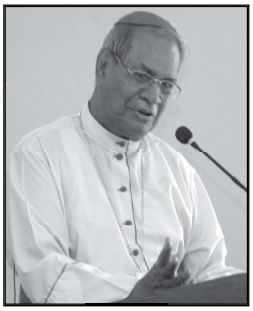

ও কার্যাবলীর ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরেন। পাকিস্তান কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন আর্চবিশপ আন্তনী কার্ডেইরো (১৯৫৯-১৯৭০ পর্যন্ত)। এসময় পূর্ব পাকিস্তানে বিশপ সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ২-৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রথম কার্যকাল : সভাপতি - আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি ১৯৭১-১৯৭৭ (৭ বছর)

দ্বিতীয় কার্যকাল : সভাপতি - আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও ১৯৭৮-২০০৫ (২৫ বছর)

তৃতীয় কার্যকাল : সভাপতি - আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা ২০০৫-২০১১ (৬ বছর)

চতুর্থ কার্যকাল : সভাপতি - আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি - ২০১১-২০২০ (৯ বছর)

পঞ্চম কার্যকাল : সভাপতি - আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই ২০২০- চলমান

বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও মাইলফলক:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও স্বাধীনতার ৫০ বছর উদ্‌যাপন, পোপ মহোদয়ের বিশেষ পত্র, পোপ ফ্রান্সিসের বাংলাদেশ আগমন, সাধু যোসেফের পর্ব পালন, মণ্ডলীর নবায়ন, এশিয়া বিশপ সম্মিলনী জোট গঠন, সিবিসিবি'র কমিশন গঠন, পালকীয় পরিকল্পনা, পোপ দ্বিতীয় জন পল ও পোপ ফ্রান্সিসের বাংলাদেশ সফর এবং একজন বাঙালি কার্ডিনাল মনোনয়ন।

এ বক্তব্যের পরে জুবিলীর কেক কাটেন বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি। সঙ্গে ছিলেন এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এমপি, জুয়েল আরেং এমপি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর সর্বশেষ সর্বজনীন পত্র 'ফ্রাতেল্লী তুত্তি' (ভ্রাতৃ-সকল) পুস্তিকাটির মোড়ক উন্মোচন করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। দ্বিতীয় পর্বে শুরু হয় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব। এ পর্বে প্রথম বক্তা কারিতাস এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও। 'সিবিসিবি'র জুবিলী: ৫০ বছরের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' এ মর্মে তিনি তার উপস্থাপনায় শিক্ষা ও নেতৃত্বের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রস্তাবগুলো হলো:

কর্মতৎপর নেতা তৈরি করা, নিজস্ব কৃষ্টি অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থা আরও জোরালো করা, প্রবীণদের নিয়ে কমপক্ষে ৫ দিন ব্যাপী মতবিনিময় সেমিনার করা, আরও বেশী সংখ্যক কাথলিক শিক্ষক তৈরি করা এবং ছাত্র শুমারী ও শিক্ষক শুমারী করে তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রাপ্তিগুলি নিম্নরূপ:

বিশ্বাসে বৃদ্ধিলাভ ঘটেছে, একতায় বলিষ্ঠতা বেড়েছে, আশায় অনুপ্রাণিত হয়েছি, সহায়তায় উন্মুখ আছি এবং ভালোবাসার আদর্শে প্রতিপালিত হচ্ছি।

এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এমপি বলেন, প্রান্তিক নারীগোষ্ঠী এবং জনগণ সিবিসিবি সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে না। বিশেষভাবে অখ্রিস্টান যারা, তাদের মাঝে আরও জানাতে হবে আমাদের সেবা ও কাজের মধ্যদিয়ে। নারীদের সর্বস্তরে সুযোগ দানের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

জুয়েল আরেং এমপি সিবিসিবি'র প্রশংসা করে বলেন, সিবিসিবি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থসামাজিক ভাবে আমাদের সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাথলিক বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারদের নির্দেশনা আমাদের পথ প্রদর্শনে সাহায্য করছে। সিবিসিবি নেতৃত্ব গঠনেও সহায়তা দিচ্ছে। শুধু তাই নয় সিবিসিবি জাতি গঠনে যে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

আরও বক্তব্য রাখেন ব্রাদার সুবল রোজারিও সিএসসি। তিনি সিবিসিবি'র ভবিষ্যৎ প্রস্তাবনায় পরিবারে নারী নেতৃত্বের প্রতি জোর দেন। পরিবারে শান্তি স্থাপনে নারীদের ভূমিকা অনন্য। শিক্ষায়, সমাজ উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধির তাগিদ দেন তিনি। "ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখো, ভবিষ্যতকে গড়ো" পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের এই উক্তি উল্লেখ করে তিনি বলেন, একমাত্র যুবরাই এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই মণ্ডলীকে তথা সমাজ গঠনে যুবাদের আরও সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। হলিক্রস কলেজের অধ্যক্ষা সিস্টার শিখা লেটিশিয়া গমেজ সিএসসি তার বক্তব্যে বলেন, মাণ্ডলীক জীবনের উপর আরো গুরুত্ব দিতে হবে। নারীদের অধিকার দিতে হবে যেন তারা আরো বৃহত্তর পরিবারে নেতৃত্বদানে বলিষ্ঠ অবদান রাখতে পারে। মিলনময় মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নারীদের আরো শিক্ষিত হতে হবে যেন তারা সমতালে প্রতিটি কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

যাজক প্রতিনিধি ফাদার মার্কুস মুরমূ তার বক্তব্যে সিনোডাল মণ্ডলী গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করে। আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক কলামিষ্ট সঞ্জীব দ্রং পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণীর আলোকে আমাদের করণীয় কিছু কথ্য তুলে ধরেন। যেমন: ধরিত্রীর জন্য সীমাহীন অবহেলা, নানা বৈষম্যের কারণে মানবীয় জীবন-সংস্কৃতির অবনতি, জীবনের সাথে জীবন মেলাবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হোক। তিনি কিছু প্রস্তাবনা রাখেন: মাইগ্রেন্টদের তথ্য সংগ্রহ, যুবাদের জন্য কর্মসংস্থান, ট্রেনিং, সেমিনার, যুবাদের বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন, সিবিসিবি'র আর্কাইভ স্থাপন, তথ্যকেন্দ্র স্থাপন যেখানে মেধা ও জ্ঞান ভিত্তিক ক্রনিক্যাল তথ্য থাকবে।

নারীদের বিভিন্ন সমস্যা, অগ্রযাত্রা ও নারী নেতৃত্বকে আরও সুযোগ দানের দাবী জানিয়ে মিসেস মনিকা বাড়ৈ বলেন- নারীদের উন্নয়নে আরও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। আন্তঃমাণ্ডলিক নারীবর্ষ উদ্‌যাপন করতে হবে। ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের আরও সুযোগ দিতে হবে।

যুবাদের প্রত্যাশা নিয়ে প্রস্তাবনা রাখেন যুবাদের প্রতিনিধি মারীয়া সিমলা গমেজ। এগুলো হলো:

নেশামুক্ত যুবসমাজ গড়ার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ, ওয়েব সাইট প্রতিষ্ঠা ও অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দান ও মেধাবীদের সম্মাননা প্রদান। প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, সিস্টার পুষ্প, বার্থাগীতি বাড়ৈ, মিলন গমেজ।

মুক্তালোচনার উত্তরে বিশপ জের্ভাস ও কার্ডিনাল মহোদয় বক্তাগণ বলেন, সিবিসিবি শুরু থেকেই ব্যক্তির মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষা, সংলাপ, অর্থনৈতিক সক্ষমতা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রকৃতির যত্ন ও সমন্বিত উন্নয়ন ঘটে চলেছে। এই কমিশনগুলোর সেবা খ্রিস্টান ছাড়াও জাতি, ধর্ম সকলেই পেয়ে জীবন মান উপান্নয়ন ঘটাতে পারছেন। মুক্তালোচনায় আরও এসেছে কীভাবে ভক্তজনগণকে আরও যুক্ত করা যায়, নারী নেতৃত্বকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। সিবিসিবি হলো দেশের কাথলিকদের দিক নির্দেশনা ও পরিচালনা দানকারী একটি প্রতিষ্ঠান এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী এবং বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে নীতি নির্ধারণ করা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করা, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং দেশের জন্য কল্যাণকামী। এদেশে সিবিসিবি'র মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, নটরডেম, হলিক্রস, ও সেন্ট যোসেফের মতো স্বনামধন্য তিন শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিতাস বাংলাদেশের মতো সমন্বিত মানব উন্নয়ন সংস্থা। রয়েছে প্রায় শতেক হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকন্দ্রে। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়ে জীবন মান পরিবর্তন করছেন। শেষে পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির পর বিকেল ৩ টায় সিবিসিবি থেকে বাস ও অন্যান্য পরিবহনে জুবিলী শোভাযাত্রা শুরু হয় তেজগাঁও জপমালা রাণী গির্জার উদ্দেশে। এখানে সিবিসিবি কমিশন সমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম ভিত্তিক স্টল/প্রদর্শণী সাজানো হয়েছে। ফিতা কেটে প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। সঙ্গে ছিলেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই এবং অন্যান্য বিশপগণ। পরে উপস্থিত সকলে স্টলগুলো পরিদর্শন করেন। এরপর শোভাযাত্রা করে গির্জাঘরে প্রবেশ করা হয়।

গির্জায় প্রবেশের পর সিবিসিবি'র সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ফাদার তুষার গমেজের সঞ্চালনায় বৈকালিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই ও অন্যান্য বিশপগণ। মঞ্চে আসন গ্রহণের পর অতিথিগণকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। সিবিসিবি'র ৫০ বছর পূর্তি জয়ন্তী উপলক্ষে ৫০টি প্রদীপ প্রজ্বালন করেন বাংলাদেশে ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী, মহামান্য কার্ডিনাল, আর্চবিশপ, বিশপগণ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার অতিথি এবং সাধারণ ভক্তজনগণ। এই অধিবেশনে সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল।

সিবিসিবি'র সেক্রেটারী জেনারেল ও ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি সবাইকে জুবিলীর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বলেন, সিবিসিবি আজ তার ৫০ বছরের আশীর্বাদের শুভ জয়ন্তী উৎসব পালন করছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণটি এসেছে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে, অনেকের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ ও নিষ্ঠার ফলে। এ সময়ে অনেক দেশী-বিদেশী যাজকদের নানাবিধ সমস্যার মধ্যদিয়ে বহু কষ্টে মণ্ডলীর সেবাকাজ পরিচালিত করতে হয়েছে। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, বিগত পঞ্চাশ বছরে কিছু ব্যর্থতা থাকলেও সফলতা রয়েছে আশাতীত।

এর পূর্বে ভাতিকানে পোপীয় দপ্তরের প্রধান কাডিনাল লুইস আন্তনীয় তাগ্‌লের বাণী পাঠ করে শোনান ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তা। ফাদার তুষার ইংরেজি বক্তব্য বাংলায় অনুবাদ করে শোনান। কার্ডিনাল তাগ্‌লে সিবিসিবি'র কাজের প্রশংসা করে বলেন, শান্তি ও সম্প্রীতির অন্বেষণে বাংলাদের মণ্ডলী বিস্তর কাজ করে যাচ্ছে। তাদের শিক্ষা ও সেবা কাজেরও রয়েছে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তিনি সকলের প্রতি আশীর্বাদ ও প্রার্থনা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অতীতকে সংরক্ষণের নাম ইতিহাস। সিবিসিবি'র ইতিহাস, ঐতিহ্যকে প্রদর্শন করার জন্য খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র কর্তৃক নির্মিত হয়েছে একটি ডকুমেন্টারী। ডকুমেন্টারীটি পরিচালনা করেছেন মিডিয়া কমিটির আহ্বায়ক ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু।

এরপর শুরু হয় জুবিলীর মহাখ্রিস্টযাগ। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তাকে সহায়তা করেন আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী ও কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই তার উপদেশবাণীতে একজন বিশপের সার্বিক গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে বলেন, "বিশপগণ যা বিশ্বাসমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গ্রহণ করেন তা-ই তিনি প্রচার করেন।"

খ্রিস্টযাগ শেষে মহামান্য পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী তার বিদায়ী বক্তব্যে বলেন, "সিবিসিবি বিগত ৫০ বছরে যা কিছু অর্জন করেছে তা সর্বত্র প্রশংসনীয়। বিশেষভাবে শিক্ষা ও সেবা খাতে সিবিসিবি'র অবদান জাতীয়ভাবে স্বীকৃত। এদেশের কাথলিক চার্চ খুবই শক্তিশালী ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে সমন্বিত ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন যা জাতীয় উন্নয়নের অংশীদার। কাটিখিস্টদের সেবাদান খুবই প্রশংসনীয় এবং আত্মত্যাগ মূলক। পুণ্য পিতা বাংলাদেশ মণ্ডলীর কাজে খুবই সন্তুষ প্রকাশ করেছেন।

জুবিলীকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নানা ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে। স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন আর্চবিশপ কোচেরীসহ মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক, আর্চবিশপ ও অন্যান্য বিশপগণ। প্রকাশনা কমিটির আহ্বায়ক ফাদার ইম্মানুয়েল রোজারিও ও সম্পাদক ফাদার শিমন প্যাট্রিক সঙ্গে ছিলেন।

সবশেষে সিবিসিবি জুবিলী উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক ও তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সকলের সার্বিক চেষ্টায় জুবিলী উৎসব সুন্দর ও স্বার্থক হয়েছে বিধায় তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান পোপ মহোদয়ের প্রতিনিধি, কার্ডিনাল, আর্চবিশপ, বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, কমিটির সদস্যগণ, প্রতিনিধিগণ, আমন্ত্রিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণকে। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে ডিকন অনুষ্ঠান

যোয়াকিম গাইন ▯ গত ২৮ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, ১০ জন ডিকন প্রার্থীর অভিষেক অনুষ্ঠান হয়। ২৭ মে বিকেল ৪ টায় ডিকন প্রার্থী, তাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে চ্যাপেলে গিয়ে প্রার্থীদের মঙ্গল কামনায় পবিত্র আরাধনা করা হয়। এরপর কীর্তন সহযোগে সেমিনারী মিলনায়তনে প্রবেশ করলে প্রার্থীদের জন্য মঙ্গলানুষ্ঠান করা হয়। মঙ্গলানুষ্ঠানের শুরুতে সেমিনারীর শিক্ষাপরিচালক ফাদার আন্তনী হাঁসদা স্বাগতম জানান। মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রার্থীদের রাখী বন্ধনী পরানো হয়। পরে সেমিনারী কর্তৃপক্ষ, উপস্থিত অন্যান্য ফাদার, সিস্টার এবং প্রার্থীদের অভিভাবকরা তাদের মিষ্টি মুখ ও আশীর্বাদ করেন। রাতে খাওয়ার পর প্রার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে গির্জায় বিশেষ রোজারি মালা প্রার্থনা করা হয়। সকাল ৮:৩০ মিনিটে শোভাযাত্রা করে চ্যাপেলে প্রবেশ করা হয়। এ দিনে খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ এবং সঙ্গে ছিলেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ। বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি তার উপদেশ বাণীতে ডিকনের সেবাকাজ সম্পর্কে বলেন। তিনি আরও বলেন একজন ডিকনকে হতে হবে পবিত্র আত্মায় উদ্বুদ্ধ সুবিবেচক মানুষ। ডিকন অভিষেকের খ্রিস্টযাগ শেষে সকলের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নব অভিষিক্ত ডিকনদের সেমিনারীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও (রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ) ও বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু ডিডি (দিনাজপুর ধর্মপদেশ) বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডিকনদের উদ্দেশে বলেন, ডিকনের মূল কাজ হবে মানুষকে স্বর্গের পথে নিয়ে যাওয়া। এরপর সেমিনারীর সহকারী পরিচালক ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা ধন্যবাদমূলক বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। পরে দুপুরের আহার গ্রহণ করা হয়। এই বছর যারা ডিকন হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছেন তারা হলেন পিউস রিগ্যান কস্তা ও মাইকেল সনি রোজারিও (ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ), আব্রাহাম লিংকন হাজং (সিলেট ধর্মপ্রদেশ), বেনেডিক্ট ডেনিশ দারু, ইউজিন ইব্রিয় নকরেক, সামুয়েল পাথাং, মার্ক মানুয়েল চাম্বুগং ও মাইকেল তপন ম্রং (ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ), যোয়াকিম রবিন হেম্ব্রম ও সামুয়েল উজ্জ্বল রিবেরু (রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ)॥

রোম নগরীতে তিনজন বাংলাদেশীর ডিকন পদ লাভ

বরেন্দ্রদূত রিপোর্টার ▯ গত ৩০ এপ্রিল ইতালীর রোম নগরীর ভাটিকান সিটির সাধু পিতরের বাসিলিকায় ৩ বাংলাদেশী সেমিনারীয়ান ডিকন পদে অভিষেক লাভ করেন। তারা হলো যথাক্রমে ডিকন মিলন মারান্ডী রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ ডিকন কল্যাণ র‍্যাংচাং ও ডিকন প্রিন্স স্নাল ময়মনসিং ধর্মপ্রদেশ থেকে। ৩০ এপ্রিল সকালের খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে কার্ডিনাল তাগলে তাদেরকে ডিকন পদে অভিষিক্ত করেন। আমরা এই নব অভিষিক্ত ৩ ডিকনের জন্য প্রার্থনা করব। বাংলাদেশী ৩ ডিকনসহ তাদের সহপাঠী সকলকে জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন॥

মারীয়া সেনা সংঘ ও মা'দের নিয়ে সেমিনার

সিলভেষ্টার হাঁসদা ▯ গত ২৫ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ বুধবার ধানজুড়ি ধর্মপল্লীর অন্তর্গত হাসারপাড়া (মালারপাড়া) গ্রামে মারীয়া সেনা সংঘ ও মা'দের নিয়ে সারাদিন ব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মা মারীয়া সেনা সংঘের সদস্যাগণ ও মা'দের নিয়ে মোট ১৫০ জন অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও ২ জন ফাদার, ২ জন সিস্টার ও ৪ জন কাটেখিস্ট উপস্থিত ছিলেন। ক্ষুদ্র প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সেমিনার শুরু হয়। সেমিনারের প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন ফাদার মার্চেলিউস তির্কী। তিনি "যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সেই পরিবার একত্রে বাস করে" এই মূলসুরের উপর সহভাগিতা প্রদান করেন। তারপর ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু মা মারীয়ার উপর সহভাগিতা দান করেন এবং অভিজ্ঞ কাটেখিস্ট আলফ্রেড হেম্ব্রম মা মারীয়াকে কেন্দ্র করে প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতা সহভাগিতা প্রদান করেন। অতঃপর সবার জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়। টিফিনের পর কাটেখিস্ট সিলভেষ্টার হাঁসদা মা মারীয়া বিষয়ে কথা বলেন। তারপর হাসার পাড়ার মারীয়া সেনা সংঘের সভানেত্রী তার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন এবং সিস্টার তেরেজা পিমেসহ বেশ কয়েকজন অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দান করেন। পরিশেষে, ফাদার-সিস্টারদের গান ও ফুল প্রদানের মধ্যদিয়ে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয় এবং প্রীতি ভোজের মধ্যদিয়ে সেমিনার শেষ করা হয়॥

লেখক কর্মশালা - ২০২২

যোসেফ রুবেন দেউরী ▯ গত ১৯-২১ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ "লেখার মাধ্যমে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব" এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে, বরিশাল কাথলিক ডায়োসিয়ান সামাজিক যোগাযোগ কমিশন, সেক্রেড হার্ট পাস্টরাল সেন্টার, গৌরনদীতে ৩য় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালা আয়োজন করে। ৭টি ধর্মপল্লী ও ২টি কোয়াজি ধর্মপল্লী থেকে মোট ৩০ জন উদীয়মান লেখক এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি। প্রধান অতিথি ছিলেন গৌরনদী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ এবং বিশেষ অতিথি সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। সভাপতি তার বক্তব্যে কর্মশালার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দিক নির্দেশনা দান করেন।

১ম অধিবেশনে "লেখক কে, লেখালেখির গুরুত্ব, লেখকের মূল্যবোধ ও দায়বদ্ধতা, প্রেক্ষিত প্রতিবেশী" বিষয়ে উপস্থাপন করেন সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। তিনি বলেন, যত বেশি পড়বে, অধ্যবসায় করবে তত ভালো লেখক হয়ে উঠবে। তিনি সবাইকে লেখার জন্য অনুপ্রেরণা দান করেন।

২য় অধিবেশনে "বাইবেলীয় পুস্তক লেখার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" সম্পর্কে উপস্থাপন করেন বরিশাল পালকীয় সেবা টিম-এর সহকারী পরিচালক যোয়াকিম মান্না বালা।

৩য় অধিবেশনে "সংবাদ, রিপোর্ট, স্পষ্ট রিপোর্ট ও ফিচার লেখা"র কৌশল সম্পর্কে উপস্থাপন করেন প্রথম আলোর গৌরনদীর প্রতিনিধি সাংবাদিক জহিরুল ইসলাম জহির।

এরপর হাতে-কলমে অনুশীলনের জন্য অংশগ্রহণকারীদের সময় দেওয়া হয়। রাতের অধিবেশনে প্রত্যেকে তাদের স্বরচিত লেখা উপস্থাপন করেন। কবিতা, গল্প, ফিচার, সংবাদ, প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয়। উপস্থাপনের পর অতিথিরা লেখার উপর সংশোধন ও অনুপ্রেরণামূলক মন্তব্য করেন।

৪র্থ অধিবেশন "লেখার মাধ্যমে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব" এই মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি। তিনি প্রথমে সিনোড সম্পর্কে এবং এর সময়কাল, পদ্ধতি, মূলভাব, উদ্দেশ্য ও ফলাফল তুলে ধরেন। তাছাড়া লেখার মাধ্যমে কিভাবে আমরা সকলে মণ্ডলীতে অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব পালন করতে পারি তা তুলে ধরেন।

কর্মশালায় সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের স্বীকৃতি স্বরূপ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রতিদিন রাতের অধিবেশনের পর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভার চর্চা ও বিকাশ হয়। সভাপতির সমাপনী ঘোষণার মধ্যদিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে।

কর্মশালায় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের ৬ জন সদস্য এবং সেন্টারের ব্যবস্থাপক সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন কমিশনের সেক্রেটারী সিস্টার মেরী শিউলী, এসএমআরএ, সদস্য যোসেফ রুবেন দেউরী ও আগষ্টিন তিমন হালদার॥

ভাওয়াল আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের সভা

ফাদার সাগর জেমস্ ক্রুশ ▯ গত ২১ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে মঠবাড়িতে ভাওয়াল আঞ্চলিক পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সকাল ৯:৩০ মিনিটে সভা শুরু হয়। উক্তসভার সভাপতি ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ প্রথমে সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন, নতুনদের স্বাগতম এবং ফাদার রিপন রোজারিও এসজে কে অভিনন্দন ও শুভকামনা জানান। সভার আলোচ্যসূচি ছিল সিনোডাল মণ্ডলী, ভাওয়াল অঞ্চলের ধর্মপল্লী ভিত্তিক পরিকল্পনা, ভাওয়াল অঞ্চলের ক্রেডিট ইউনিয়ন বিষয়ক আলোচনা, ভাওয়াল অঞ্চলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং ভাওয়াল খ্রিস্টান যুব সমিতির ফুটবল টুর্নামেন্ট। সবার সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সভার আলোচ্যসূচি আলোচনা করা হয়। ফাদার, সিস্টার এবং পালকীয় পরিষদের সদস্য-সদস্যাসহ মোট ৪৪ জন সভায় উপস্থিত ছিল। পরিশেষে দুপুর ১ টায় স্বর্গে রাণী প্রার্থনা করে দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে সভার সমাপ্তি হয়॥

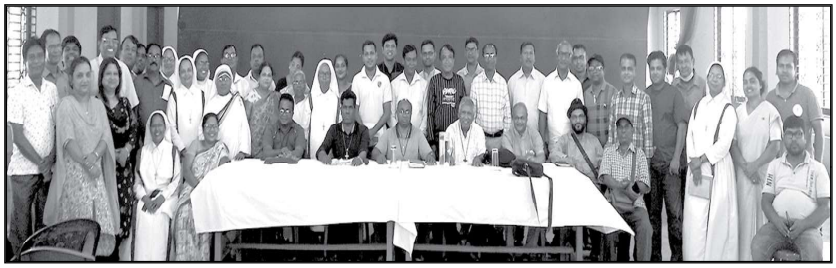

কারিতাস এসডিডিবি প্রকল্পের পর্যালোচনা ও পরামর্শক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

লুটমন এডমন্ড পড়ুনা ▯ কারিতাস বাংলাদেশ সিলেট অঞ্চলের "বাংলাদেশের প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজ কল্যাণ শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে অভিগম্যতার উন্নয়ন সাধন (এসডিডিবি)" প্রকল্পের পর্যালোচনা ও পরামর্শক কমিটির দ্বিতীয় সভা গত ২২ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস সিলেট আঞ্চলিক অফিসে দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন কারিতাস সিলেট আঞ্চলিক অফিসের পরিচালক বনিফাস খংলা। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন এসডিডিবি প্রকল্পের মনিটর চন্দন রোজারিও, কেন্দ্রীয় অফিসের প্রতিনিধি বিনয় লুক রড্রিক্স। সভায় পর্যালোচনা ও পরামর্শক কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য, প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি, দাতা সংস্থার প্রতিনিধির বাংলাদেশ সফর, মনিটরিং সিস্টেম পদ্ধতি চালুকরণ এবং কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সভা সঞ্চালন করেন লুটমন এডমন্ড পড়ুনা, জুনিয়র কর্মসূচি কর্মকর্তা, এসডিডিবি প্রকল্প, কারিতাস সিলেট অঞ্চল। অতপর মধ্যাহ্নভোজের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে॥

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বকুল রোজারিও ▯ গত ২০ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০:০১ মিনিটে সমিতির নিজস্ব কার্যালয়, জুবিলী ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা-সমিতির সম্মানিত চেয়ারম্যান রঞ্জন রবার্ট পেরেরা এর সভাপতিত্বে এবং সম্মানিত সেক্রেটারী টারজেন যোসেফ রোজারিও সঞ্চালনায় ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন সম্মানিত জেলা সমবায় কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মাদ সাদ্দাম হোসেন, গেস্ট অফ অনার ফাদার উজ্জ্বল লিনুস রোজারিও, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব মির্জা ফারজানা শারমিন, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, সম্মানীত চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও, দি-খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানীত প্রেসিডেন্ট পঙ্কজ গিলবার্ট কস্তা, সম্মানীত ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলবার্ট আশীষ বিশ্বাস, সম্মানীত সেক্রেটারী ইগ্নেশিয়াস হেমন্ত কোড়াইয়া, দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর সম্মানীত সেক্রেটারী ইম্মানুয়েল বাপ্পী মন্ডল, মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর সম্মানিত চেয়ারম্যান পলাশ হিউবার্ট গমেজসহ বিভিন্ন সমিতি থেকে আগত সম্মানীত কর্মকর্তাবৃন্দ। সেসাথে সমিতির প্রাক্তন কর্মকর্তাগণ, উপদেষ্টাবৃন্দ এবং সম্মানীত সদস্য-সদস্যাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সারাদিন ব্যাপী এই ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে উপস্থিত সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে লটারী ড্র এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

অনন্তধামে সিস্টার মেরী মিটিল্ডা এসএমআরএ

সিস্টার চন্দ্রা এলিজাবেথ ▯ গত ১৫ মে, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষে আমাদের এসএমআরএ পরিবার থেকে ঝড়ে গেল আরও একটি ফুল। সিস্টার মেরী মিটিল্ডা (রেনু মিটিল্ডা গমেজ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল ৭:৪৫ মিনিটে বারডেম হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করে স্বর্গবাসী হয়েছেন। তিনি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২রা জুন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর বোয়ালী গ্রামে পিতা র্জজ যোসেফ গমেজ ও মাতা জিতা কস্তার কোল আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭২ খ্রিস্টবর্ষে সেন্ট মেরীস্ স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে পাশ করেন এবং ১৯৭৪ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জুলাই সংঘে প্রবেশ করেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারী তিনি প্রথ মবারের মতো ব্রতগ্রহণ করে ধর্মীয় পোশাক প্রাপ্ত হন। ১৯৮৩ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারী সিস্টার আজীবনব্রত গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনে তিনি ময়মনসিংহ টির্চাস্ ট্রেনিং কলেজ হতে সফলতার সাথে ট্রেনিং শেষ করেন এবং প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হন। তাছাড়া তিনি ময়মনসিংহে সিএড অধ্যায়ন ও যশোর থেকে থিওলজি কোর্স সম্পন্ন করেন। সিস্টার মিটিল্ডা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় স্কুলের প্রধান হিসেবে ও শিক্ষক হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি রাঙ্গামাটিয়া প্রাইমারী স্কুল, তুমিলিয়া সরকারী প্রাইমারী স্কুল, ধরেণ্ডা সরকারী প্রাইমারী স্কুল ও কুমিল্লা প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়ে কাজ করেন। এছাড়াও তিনি সেন্ট মেরীস্ কেজি স্কুলের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। উল্লেখ্য যে, তিনি কর্মরত বেশীরভাগ আশ্রমগুলোতে পরিচালিকা হিসাবে নিষ্ঠার সাথে সেবা দায়িত্ব পালন করেছেন। আমরা তার এ সুন্দর সেবা কাজের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।

২০২২ খ্রিস্টাব্দ হতে তিনি বিভিন্ন শারিরীক জটিলতার কারণে স্কুল হতে অব্যাহতি গ্রহণ করেন এবং মেরী হাউজে অবস্থান করেন। ব্যক্তি জীবনে শ্রদ্ধেয়া সিস্টার ছিলেন একজন প্রার্থনার মানুষ, নম্র, বিনয়ী, দায়িত্বশীল, কর্মঠ ও নিরলস একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন এবং শেষ পর্যন্ত করে গেছেন। তিনি তার অসুস্থতা নিয়েও প্রার্থনা ও দায়িত্বে বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসব্রতী হিসাবে ছিলেন অত্যন্ত জনদরদী, উৎসাহী, দয়ালু, মিশুকে, সদালাপী ও সুগায়িকা। আমরা শ্রদ্ধেয়া সিস্টারের ত্যাগময় সন্ন্যাসব্রতী জীবনের জন্য পরম পিতার ধন্যবাদ প্রশংসা করি এবং তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি॥

গৌরনদী ধর্মপল্লীতে মারীয়া সংঘের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও মে মাসের সমাপনী অনুষ্ঠান

সিস্টার বিনু পালমা এলএইচসি ▯ গত ৩১ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, গৌরনদী ধর্মপল্লীর ২০ টি গ্রামের ১৭৩ জন মা, কয়েকজন পিতা ও শিশুদের উপস্থিতিতে মারীয়া সংঘের ২০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং অনুষ্ঠানের ১ম অধিবেশনে মূলসুর "মিলনধর্মী মণ্ডলীতে মা মারীয়া" বিষয়ে উপস্থাপন করেন ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি এবং ২য় অধিবেশনে "মারীয়া সংঘের প্রেরণ কাজ" বিষয়ে সহভাগিতা করেন সিস্টার রিনা পালমা এলএইচসি সুপিরিওর জেনারেল। এরপর যথাক্রমে জপমালা প্রার্থনা, পাপস্বীকার ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার সৈকত লরেন্স বিশ্বাস। খ্রিস্টযাগের পর গ্রাম ভিত্তিক মূল্যায়ণ, পদক্ষেপ গ্রহণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং প্রীতিভোজের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উল্লেখ্য মে মাসের সমাপনী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়। সম্পূর্ণ মে মাস ব্যাপী গ্রাম ভিত্তিক নিজস্ব উদ্যোগে মায়েরা পরিবারে গিয়ে জপমালা প্রার্থনা করেছেন॥

কারিতাস ঢাকা অঞ্চল
Caritas Dhaka Region

A National Organization of the Catholic Bishops' Conference of Bangladesh for Social Welfare and Human Development

ভালোবাসা ও সেবায় ৬০ বছরের পথ চলা
কারিতাস বাংলাদেশ

Address: 1/C-1/D, Pallabi, Section-12, Mirpur, Dhaka-1216, Tel: +880-2-9007279, E-mail: rd.dro@caritasbd.org, Website: www.caritasbd.org

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) দ্বারা (নিবন্ধন নং ০০০৩২-০০২৮৬-০০১৮৪ তারিখ: ১৬ মার্চ, ২০০৮) নিবন্ধনের মাধ্যমে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে কারিতাস বাংলাদেশ, প্রোগ্রাম অংশীদারদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপ:

পদে বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) পদের নাম : ক্রেডিট অফিসার (সিএমএফপি) **পদ সংখ্যা :** ০৯ টি **বয়স :** ২২-৩৫ বছর (৩১/০৫/২০২২ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। **বেতন :** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা।	• এইচএসসি পাশ। • গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা আছে এমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২) পদের নাম : কেয়ারটেকার-কাম-কুক (সিএমএফপি) **পদ সংখ্যা :** ০৪ টি **বয়স :** ২৫-৩৫ বছর (৩১/০৫/২০২২ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) **বেতন :** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১২,০০০/-(বারো হাজার) টাকা।	• ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে। • রান্নার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • অফিস রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পারদর্শী হতে হবে। • মাঠ পর্যায়ের অফিসে অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

সুবিধাদি : চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্স্যুরেন্স স্কীম, হেল্‌থ কেয়ার স্কীম এবং বৎসরে দু'টি বোনাস প্রদান করা হবে।

কর্মস্থল : মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলাধীন সিরাজদিখান, লৌহজং, শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, কাপাসিয়া এবং কালীগঞ্জ উপজেলা।

আবেদনের শর্তাবলী :

১. আঞ্চলিক পরিচালক বরাবর আবেদনের জন্য আবেদন পত্রে যে সকল বিষয়গুলো অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে : ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতার নাম /স্বামীর নাম গ) মাতার নাম ঘ) জন্ম তারিখ ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা চ) স্থায়ী ঠিকানা ছ) মোবাইল নম্বর জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঝ) ধর্ম ঞ) জাতীয়তা ট) বৈবাহিক অবস্থা ঠ) চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বর্তমান ও পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, কর্মরত তত্ত্বাবধায়ক/ব্যবস্থাপকের নাম, পদবী, ই-মেইল এডড্রেস ও মোবাইল নম্বর আবেদনে উল্লেখ করতে হবে। চাকুরীর অভিজ্ঞতা নেই এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে (পরিবারের সদস্য কিংবা আত্মীয় নন) দুই জন রেফারেন্স এর নাম, ঠিকানা, ই-মেইল এডড্রেস, মোবাইল ফোন নম্বর ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে (এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/নিজ স্কুল/ কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি)।

২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের অনুলিপি, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID), চারিত্রিক সনদ পত্র ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩. কারিতাসে চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন করার দরকার নাই।

৪. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের উপযুক্ত মূল্যের 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে' প্রার্থীর এলাকার ও পরিচিত দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে 'নির্বাচিত ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টি হলে তার দায় বহন করতে সম্মত রয়েছেন'- এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে।

৫. নির্বাচিত প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে তবে প্রয়োজনে আরও ৩ (তিন) মাস বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনক সমাপনান্তে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে ।

৬. ১নং পদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে যোগদানের পূর্বে জামানত হিসেবে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা ও ২নং পদের নির্বাচিত প্রার্থীকে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য। এছাড়াও, ১নং পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে।

৭. ধুমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।

৮. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে।

৯. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১০. আবেদনপত্র আগামী ১৯/০৬/২০২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌছাঁতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

১১. ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৩. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যেকোন ধরণের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘঠিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূণ্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভূক্ত হবে।

আবেদনের ঠিকানা
আঞ্চলিক পরিচালক
কারিতাস ঢাকা অঞ্চল
১/সি, ১/ডি, পল্লবী, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

"Caritas Bangladesh is an Equal opportunity employer"

বিজ্ঞ/১৭০/২২

পাওয়া যাচ্ছে! বাণীবিতান ও প্রার্থনাবিতান

- ❒ বাণী বিতান দৈনিক পাঠ (৩,২০০/= টাকা)
- ❒ বাণী বিতান রবিবাসরীয় (২,৫০০/= টাকা)
- ❒ খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা সংকলন (৩,০০০/= টাকা)

এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে

- ❒ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❒ কাথলিক ডিরেক্টরী
- ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❒ যুগে যুগে গল্প
- ❒ সমাজ ভাবনা
- ❒ প্রণাম মারীয়া: দয়াময়ী মাতা
- ❒ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ❒ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ❒ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ❒ সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক
- ❒ সলতে
- ❒ ছোটদের সাধু-সাধ্বী

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার) হলি রোজারি চার্চ তেজগাঁও, ঢাকা	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার) সিবিসিবি সেন্টার ২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার) নাগরী পো: অ: সংলগ্ন গাজীপুর।

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা-২১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 21
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ২১
Regd. No. DA-33
❖ 12 - 18 June, 2022, ২৯ জ্যৈষ্ঠ - ৪ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ছাপার জগতে এক বিশ্বস্ত নাম জেরী প্রিন্টিং প্রেস

হাইডেলবার্গ সর্ড (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ড
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রর একটি প্রতিষ্ঠান। প্রথমদিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ড বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় ছাপার কাজের ইতোমধ্যেই সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে, হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর মান উন্নয়ন, মাণ্ডলীক শিক্ষা, আধ্যাত্মিক ও মানসিক গঠনের লক্ষ্যে আপনাদের সুচিন্তিত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী (প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, কলাম, ছোটদের আসর, সাহিত্য মঞ্জুরী, খোলা জানালা, সংবাদ ও পত্রবিতান) লেখা আজই পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।

৩. লেখা অবশ্যই কম্পোজ করে, SutonnyMJ এবং ফন্টে windows 7-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

৪. লেখা মানসম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়। মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তাছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।

৫. স্থানীয় সংবাদগুলো ভাল রেজ্যুলেশনপূর্ণ ছবিসহ পাঠানোর আবেদন রাখছি। স্থানীয় সংবাদগুলো অবশ্যই তথ্যপূর্ণ (বিষয়বস্তু, কারা জড়িত, কোথায় ঘটেছে, মূল বক্তব্য, পরিসংখ্যান ইত্যাদি) ও সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ, ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com - *সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org